ভুল

নাটক

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এক টাকা

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

পূজনীয় পিতৃদেব

শ্রীনির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়

রায় বাহাদুর, এম, বি, ই,

নাট্যবিদ্যাভারতী, কবিভূষণ

শ্রীচরণকমলেষু—

নিবেদন

১৩৪৭ সালের পূজার ছুটী কয়দিন বাড়ীতে নিষ্কর্ম্মা বসিয়াছিলাম ; মনে হইল একটা নাটক লিখি, তাহার ফলে 'ভুল' নাটকের গোড়াপত্তন। নাটকটী দু'দিনের মধ্যে শেষ করিয়া "দ্বিজেন্দ্র-স্মৃতি-সমিতি"র উৎসাহী সভ্য বন্ধুবর শ্রীওঙ্কারনাথ রায়চৌধুরী, শ্রীদীপেন্ রায়চৌধুরী ও শ্রীবৈদ্যনাথ দাস প্রভৃতিকে শুনাই। তাঁহারা হয়ত বন্ধুপ্রীতির বশে নাটকটীর প্রশংসা করেন এবং নাটকটীকে আরও বড় করিয়া 'পুরা নাটক' করিবার জন্য অনুরোধ করেন। ফলে পূর্ব্বের কাঠামোর উপর পুনরায় যোগ বিয়োগ চলিল। তাহার পর নাটকটী বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ও খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে পড়িতে দিই। তাঁহাদের মূল্যবান নির্দ্দেশ যথাসম্ভব গ্রহণ করিয়াছি। আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব রায় শ্রীনির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর এম. বি. ই এ বিষয়ে যে উপদেশাদি দিয়াছেন তাহার উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র।

যাহা হউক নাটকটী এইভাবে যখন সমাপ্ত হইল, তখন "দ্বিজেন্দ্র-স্মৃতি-সমিতি"র উৎসাহী সভ্যগণ ৪ঠা ফাল্গুন (১৩৪৭) মঞ্চে ইহার রূপ দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেন। অভিনয়ে বিখ্যাত বেহালাবাদক শ্রীযুগলকিশোর গোস্বামী ও তাঁহার সম্প্রদায় নেপথ্য-যন্ত্র-সঙ্গীত পরিচালনা করিয়া বাধিত করেন।

এই অভিনয়ের সময় পর্য্যন্ত নাটকটীর নাম ছিল—"খুন"। অভিনয়ের ফলে বইটীর কোন কোন স্থানে কিছু পরিবর্ত্তন পরে করা হইয়াছে এবং দৃশ্য অঙ্কাদিরও কিছু ওলটপালট হইয়াছে; তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটী নূতন করিয়া সংযোজিত হইয়াছে এবং অনেকের মতে "খুন" নামটী চমকপ্রদ হইলেও নাম পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।

আমি নিজে কবি বা গায়ক নহি; তবু ঠেলায় পড়িয়া গান লিখিতে হইয়াছে। সঙ্গীতানুরাগী শ্রীওঙ্কারনাথ রায়চৌধুরী মহাশয় নৃত্য পরিকল্পনা ও গানগুলির সুরসংযোগ করিয়াছেন এবং স্বরলিপি লিখিয়া তাহার প্রুফ দেখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার নির্দ্দেশ অনুযায়ী কোন কোন গানের শেষ লাইনে সুরের সুবিধার জন্য মিল নষ্ট করিতে হইয়াছে; তাহাতে যদি সুরের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে কৃতিত্ব তাঁহার, যদি ছন্দের দোষ ঘটিয়া থাকে, দোষও তাঁহার।

বর্ত্তমানে বাঙলায় সংলাপ-প্রধান নাটকে ঘটনার অভাব দেখিয়া ঘটনাবহুল সামাজিক নাটক লিখিবার উদ্দেশ্যেই আমি নাটকটী লিখি। কোন গুরুতর সামাজিক সমস্যা লইয়া নাড়াচাড়া করা আমার উদ্দেশ্য নহে; সমস্যাহীন ঘটনাও যে স্বাভাবিক ভাবে নাটকীয় হইতে পারে তাহাই নাটকটীতে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। ভালমন্দ বিচারের ভার পাঠকদের।

সখের দলে অভিনয় হওয়ায় কতকটা তাঁহাদের সুবিধা অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 'ভুল' লিখিতে হইয়াছে। ইহাতেও যদি কোন সখের দলের অভিনয়ে অসুবিধা হয়, ইরাণী পুরুষের গান বাদ দিয়া, কথার একটু ওলট পালট করিলেই অভিনয় চলিবে।

সেক্ষেত্রে নরেশ ও ইরাণী রমণীব গান জানা থাকিলেই চলিবে। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের যে লোকটী খুন হইবে, তাহার চেহাবার গড়ন নরেশের মত হওয়া চাই; অনেক ক্ষেত্রেই দুই ভাইএর চেহারার সাদৃশ্যেই কাজ চলে। সেরূপ চেহারা না পাওয়া গেলে নরেশ যিনি সাজিবেন তিনিই ঐ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে তাঁহাকে বেশ পরিবর্ত্তনের সময় দিবার জন্যই পরদৃশ্যে বাউলের গান আছে। যদি কোন সখের সম্প্রদায় নাটকটী অভিনয় করেন, তবে তাহা জানাইলে বাধিত হইব। ইতি—

লাভপুর, বীরভূম
১লা বৈশাখ ১৩৪৮

বিনীত
গ্রন্থকার

চরিত্র

পুরুষ

অমল রায়	পুলিস সাহেব। বয়স প্রায় ৪৫ বৎসর
দীপেন	ঐ পুত্র। বয়স প্রায় ২৩।২৪ বৎসর
মহীতোষ	গ্রামের ধনবান জমিদার। বয়স প্রায় ৪৫ বৎসর
পরেশ	প্রাচীন জমিদার বংশের বংশধর। বয়স প্রায় ৩০
নরেশ	ঐ ভ্রাতা। বয়স প্রায় ২৩।২৪ বৎসর
মহিম	প্রতিবেশী। বয়স প্রায় ৩০ বৎসর
সুরেশ	ঐ বয়স প্রায় ৩৫ বৎসর
রমাকান্ত	মহীতোষের কর্ম্মচারী। বয়স প্রায় ৪০ বৎসর
রাজেন	ডিটেক্‌টিভ্‌।
পঞ্চু	মহীতোষের ভৃত্য।

জজ, জুরীগণ, ইরাণী পুরুষগণ, ইরাণী সর্দ্দার, পথিক, লোক, ফোরম্যান্‌, পুলিশদ্বয়, সরকারী উকিল, দারোগা।

স্ত্রী

কণিকা	মহীতোষের পালিতা কন্যা। বয়স ১৭
পরী	নীচ জাতীয়া যুবতী ঝি।
ইরাণী রমণীগণ	

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—মহীতোষের সাজান ড্রয়িং রুম। বিকাল বেলা

নরেশ অর্গ্যানে বসিয়া গান গাহিতেছিল

ঝড়ের রাতি যদি বা ঢাকে
মম সুখ স্মৃতি,
সেদিনও কিগো তব পড়িবে মনে
আজিকার রাতি ?
তোমার প্রাণে সেদিনও কিগো
তুলবে নাকো ঢেউ ?
বল মোরে বল প্রিয়া।
শুনবে নাকো কেউ,
আগেই সেটা জানিয়ে রাখো
মম শেষ মিনতি।

কণিকা চা লইয়া ঢুকিল। চায়ে চুমুক দিয়া নরেশ
পুনরায় গান ধরিল

আজু কেনে ধনি এমন দেখি,
সঘনে মুদসি অরুণ আঁখি।
সঘনে গগনে গণিছ তারা,
কোন অপঘাত হয়েছে পারা।
অধর অরুণ মলিন বদনে,
বচন বিরস বোলসি ঘনে।

নরেশ। নাও ধর, আমার সঙ্গে সঙ্গে গাও, নইলে গান শিখবে কি করে?

কণিকা। (খানিকটা এক সঙ্গে গাহিয়া) নাঃ, আর গাইতে পারছি না। তোমার যেমন, এত গান থাকতে শেখাতে গেলেন কেত্তন। কেত্তন গাইবার দম আমার নেই।

নরেশ। কেত্তনের ভাবের সঙ্গে মনকে এক ক'রে গাও দেখি, দেখবে চেষ্টা ক'রে দম নিতে হবে না, আপনা আপনি সুর বেরোবে।

কণিকা। ভাব কি অমনি আসে? পূর্ব্বরাগ, মিলন বাকী রইল, তুমি মাথুর ধরলে। আমি বিরহের ভাব কেমন করে আনবো? মিলনই হলোনা তার আবার বিরহ!

নরেশ। সত্যি কণিকা! বিরহের জ্বালা তুমি কি সত্যিই অনুভব কর না?

কণিকা। ঈস্! ফাঁকি দিয়ে কথা বার ক'রে নিতে চাও যে দেখছি। জান না মেয়েদের বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না।

নরেশ। তাইতো চিরকাল সে ভার নিতে হয়েছে পুরুষদের।

কণিকা। হ্যাঁ, পুরুষরা চিরকাল ভারবাহী আর মেয়েরা ভার, না?

নরেশ। অবশ্য আজকালকার মেয়েরা ঠিক ভার না হ'লেও প্রথম প্রস্তাবের ভারটাও তারা নিতে চায় না, সেটা পুরুষদিকেই এখনও নিতে হয়।

কণিকা। তবে সেটা নিতে মশায়ের এত দেরীই বা হচ্ছে কেন? বিরহের জ্বালা বুঝি শুধু গানের স্রোতে গলা থেকেই উজানে ভেসে বেরিয়ে আসছে, বুক পর্য্যন্ত পৌছয়নি?

নরেশ। না, কণি! ঠাট্টা নয়, সত্যই আর আমি তোমা থেকে দূরে থাক্‌তে পারছি না। সকাল বিকেলে বাঁধা ধরা ঘণ্টার মধ্যে শুধু গান শেখানো আর ভালো লাগে না, ইচ্ছে হয় সদা সর্ব্বদা চব্বিশ ঘণ্টা তোমাকে বুকে কোরে রাখি।

কণিকা। আরে সর্ব্বনাশ, তোমার বুকটা কি পাষাণ নাকি? (নিজেকে দেখাইয়া) এত বড় বোঝাটা তোমার রক্ত মাংসের বুকে তো চব্বিশ ঘণ্টা রাখতে পারবে না, বেদনায় চড়চড় কোরে উঠবে যে!

নরেশ। আমার বুকটা পাষাণ নয়, তোমার। তোমার কি সত্যই এমনি দূরে দূরে থাক্‌তে কষ্ট হয় না?

কণিকা। আমি আধুনিকা হ'লেও মেম্ নই, কাজেই আমার

ইচ্ছা বা অনিচ্ছা প্রকাশ ক'রে লাভ কি বল? বাবার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা।

নরেশ। আচ্ছা আমি তাঁকে পরে কোলকাতা গিয়ে ব'ল্‌বো, কিন্তু আগে বল তোমার মত আছে কিনা।

কণিকা। কষ্ট কোরে কোলকাতা তোমাকে যেতে হবে না। তিনি ত কাল রাত্রে এসেছেন।

নরেশ। ও, বাড়ী এসেছেন। আচ্ছা আজই আমি তাঁকে বোলব। কিন্তু তুমি বল লক্ষীটী, তোমার মত আছে কি না?

কণিকা। তুমি একটি আস্ত .....কি ব'ল্‌বো...বেকুব।

নরেশ। (রহস্যচ্ছলে) আমি বেকুব? জান আমি এম, এ, পাশ করেছি, এবং তা বেশ সম্মানের সঙ্গে।

কণিকা। (সকৌতুকে) ওঃ তাই নাকি? কই সার্টিফিকেট দেখি? তা হ'লে তুমি একজন এম, এ, মাষ্টার এ্যাস্ (Master Ass.) (কণিকা হাসিতে লাগিল)

নরেশ। তা স্বীকার কচ্ছি, নইলে এতকাল ধরে কাকুতি মিনতি ক'রে চেঁচিয়ে মলুম, কিন্তু ভাগ্যে কেবল গাধার মত পরিহাসই জুটলো।

কণিকা। যার কাণ্ডকারখানা দেখলে হাসি পায়, তাকে নিয়ে লোকে পরিহাস কর্ব্বে না?

নরেশ। (আবেগে কণিকার হাত চাপিয়া ধরিয়া) কিন্তু তোমার পরিহাস আমার কাছে যে কত মর্ম্মন্তুদ তা কেন ভেবে দেখ না? তুমি যেন রহস্যময়ী, ধরা দিতে চাও না, অথচ দূরেও

পালাও না; আর আমি মরিচীকার পেছনে ছুট্‌তে ছুট্‌তে হাঁপিয়ে উঠি।

কণিকা। (আঁচল দিয়া বাতাস করিয়া) আহা হা, বেচারী! এক কাপ চায়ে তেষ্টা যায়নি! তখন ব'ল্লেই হ'ত, দাঁড়াও আর এক কাপ চা আন্‌তে বলে দিচ্ছি। বেকুব লোকদের চিরকাল এই দুর্দ্দশাই হ'য়ে থাকে, চাইলে তারা পায় অথচ চাইতে পারে না ব'লে গলা শুকিয়ে মরে।

নরেশ। (কণিকার হাত ধরিয়া) খালি কথার আড়ালে পালিয়ে বেড়াও। বল, আজ তোমাকে ব'লতেই হবে। বল তুমি আমাকে বিয়ে ক'র্‌বে, অন্ততঃ তোমার মত আছে?

কণিকা। (সকৌতুকে) আচ্ছা তার আগে বল তোমাকে বিয়ে করবার সপক্ষে ও বিপক্ষে কি কি যুক্তি থাক্‌তে পারে, তুমি ত এম, এ, তে লজিক্ পড়েছিলে।

নরেশ। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) বিপক্ষে বলবার অনেক কথাই আছে। প্রথম আমরা এখন তোমাদের চেয়ে গরীব।

কণিকা। কিন্তু বংশ মর্য্যাদায় তো তোমরা ছোট নও। তোমরাই তো এখানকার প্রাচীন জমিদার, এদেশের লোকে এখনও বাবুদের বাড়ী বোল্‌তে তোমাদের বাড়ীই বোঝে।

নরেশ। (ম্লান হাসিয়া) হ্যাঁ, তালবোনা পুকুরের তালগাছ আর নেই, নামটুকু শুধু আছে।

কণিকা। কিন্তু তুমি উচ্চ শিক্ষিত; টাকা পয়সায় মানুষ তৈরী করে না, মানুষেই টাকা উপার্জ্জন করে। এই যে বাবা এই

দিকেই আস্‌ছেন। তুমি আগে তাঁর মত নাও, আমি ততক্ষণ তোমার শুক্‌নো গলাটা ভেজাবার জন্যে চা তৈরী করতে ব'লে আসি।

প্রস্থান

খবরের কাগজ হস্তে মহীতোষের প্রবেশ

মহীতোষ। কি হে নরেশ, কেমন আছ? শুনলাম তুমি এবার খুব ভাল কোরেই এম, এ, পাশ দিয়েছ।

নরেশ প্রণাম করিল

বেশ বেশ, এখন কি করবে ঠিক্ করেছ? কোন চাক্‌রি বাক্‌রির চেষ্টা ক'র্‌ছো নাকি?

নরেশ। এখনও কোন চেষ্টা করিনি। দাদা ব'ল্‌ছেন 'ল' দিতে।

মহীতোষ। 'ল' দিয়ে কি হবে? আজকাল আর ওতে কিছু নেই বুঝ্‌লে। দশটী বছর ঘরের কড়ি খরচা করে যদি কোর্টে হাজরী দিতে পার, তারপর যদি কিছু হয়, তাও খুব ভাল আইন জ্ঞান থাক্‌লে। এমনিই তোমাকে এম, এ, পড়াতেই তো পরেশের শুন্‌ছি দেনা পত্র হোয়েছে। তার ওপর আবার 'ল' পড়ার খরচ, আর দশ বছর সদরের বাসা খরচ কোথা থেকে যোগাবে সে?

নরেশ। নাঃ, তাই এখনও কিছু ঠিক ক'রতে পারিনি।

মহীতোষ। দেখ আমি ভাবছিলাম আমার কোলকাতার

ব্যাবসার ম্যানেজারকে জবাব দেবো। লোকটা তেমন honest নয় মনে হ'চ্ছে। তা তুমিতো গ্রামেরই ছেলে, লেখাপড়াও শিখেছ, তোমার honestyর ওপর আমার বিশ্বাসও আছে। তুমি যদি চাও তোমাকে আমি সে কাজে বাহাল ক'রতে পারি। আপাততঃ শতখানেক মাইনে পাবে, পরে কাজ কর্ম্ম শিখ্‌লে বাড়িয়ে দিতে পারি।

নরেশ। (স্বগতঃ) এ সত্যই সহানুভূতি, না অপমানের চেষ্টা! (প্রকাশ্যে) আচ্ছা আমি দাদার সঙ্গে পরামর্শ করে দেখবো।

মহীতোষ। তা বেশ, বেশ, পরেই ভেবে উত্তর দিও। আজকালকার দিনে চাকুরীর বাজার তো দেখ্‌ছো, একশো টাকা খুব কম নয় (প্রস্থানোদ্যত)।

নরেশ একবার কি বলিবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না, পুনরায় সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া বলিয়া ফেলিল

নরেশ। আমি একটা কথা বোলছিলাম আপনাকে।

মহীতোষ। (ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া) বল।

নরেশ। আমি—আমি—মানে···বোলছিলাম যে,···আমি কণিকাকে বিয়ে ক'রতে চাই।

ক্ষণকাল গম্ভীরভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া রূঢ় স্বরে

মহীতোষ। বিয়ে করা এম, এ পাশ করা নয়। ধার ক'রে এম, এ,পাশ করা যায় কিন্তু চিরকাল পরিবার পালন করা যায় না।

নরেশ। আজ্ঞে—কণিকারও……

মহীতোষ। ও সব বাঁদরামো ছাড়। কোন দিন যদি নিজে যথেষ্ট রোজগার ক'রতে পার, যাতে আমি বুঝতে পারি কণিকা সুখে থাক্‌বে সেই দিন এ প্রস্তাব ক'রবার কল্পনা কোরো। এক পয়সা রোজগারের ক্ষমতা নেই এদিকে loveএর স্বপ্নে মশগুল। Loveএর পরে যে লোকসানের অঙ্কগুলো আস্‌বে সে গুলো কষিয়ে দেখেছ?

নরেশ। আজ্ঞে আমি…আমি যেমন কোরে পারি কণিকার খাওয়ার—

মহীতোষ। দেখ নরেশ ফের যদি ঐ ফাজলামো ক'র্‌বে তাহ'লে বাধ্য হ'য়ে অন্য ব্যবস্থা কোরতে হবে। নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে তোমাকে এ বাড়ীতে যাওয়া আসা ক'রতে দিতাম, না দিলে পাছে সেটা আমার বড়লোকী অহঙ্কার বোলে লোকে ভুল করে এই জন্য, কিন্তু দেখ্‌ছি সেটা আমার ভুল হয়েছে। ফের যদি তুমি এ বাড়ীতে মাথা গলাও মাথা নিয়ে আর বেরিয়ে যেতে পারবে না, জেনে রেখ। (শ্লেষের হাসি হাসিয়া) আমার এক মাত্র মেয়েকে পরেশের ভায়ের হাতে—ফুঃ আর পাত্র নেই দেশে। জেলার পুলিশ সাহেব তাঁর ছেলের জন্যে বোলে পাঠিয়েছেন, আরও কত ভাল ভাল পাত্র—। যাও, যাও বাড়ী গিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করগে, আর যা বোল্লাম মনে রেখো, নইলে বিপদ ঘট্‌বে। এ বাড়ীর আর ছায়া মাড়িও না।

মহীতোষের প্রস্থান

নরেশ গুম হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষোভে ও অপমানে
তাহার অধরোষ্ঠ কাঁপিতেছিল।

কণিকা চা লইয়া প্রবেশ করিল

নরেশের দিকে চাহিয়া

কণিকা। একি! তোমার মুখ চোখ এমন কেন? বাবা কি বোল্লেন? (টেবিলে চা নামাইয়া রাখিল)

নরেশ। তিনি এই গরীবের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে পারবেন না।

কণিকা। তুমি যে নিজে উপার্জ্জন ক'রবে এ কথা বল্লে না কেন?

নরেশ। বোলেছিলুম, তিনি ব'ল্লেন আগে রোজগার কর, তারপর এ প্রস্তাব কোরো।

কণিকা। বেশ তো তাই কর।

নরেশ। কণিকা! তুমি হয় নির্ব্বোধ শিশু, নয় তোমার বাবারই উল্টো দিক্, পরকে আহত কোরে তার যন্ত্রণা দেখতে তোমাদের উল্লাস হয়।

কণিকা। (নরেশের হাত ধরিয়া) তোমার কষ্ট হ'লে আমার আনন্দ হবে, এই তোমার ধারণা?

নরেশ। নইলে এ কথা তুমি কি ক'রে বল। আমি যখন উপার্জ্জন ক'রে বড়লোক হব, ততদিন কি তোমার বিয়ে হ'তে বাকি থাকবে? ততদিন···ততদিনে তুমি হয়তো সন্তানের জননী হ'য়ে বসে থাকবে!

কণিকা। আমি কথা দিচ্ছি, তুমি যদি অপেক্ষা ক'র্‌তে বল, আমি নিশ্চয় অপেক্ষা ক'র্‌বো।

নরেশ। ও সব নাটুকে কথা রাখ কণিকা। তা হয় না, সম্ভব নয়। ততদিন যদি বাবার হুকুম অমান্য ক'রে অবিবাহিত থাক্‌তে পার, তবে আজই তাঁর কথা না শুনে আমার সঙ্গে এসো। (ব্যাকুলভাবে কণিকার হাত ধরিয়া) চল কণিকা, আমরা পালিয়ে যাই ; পালিয়ে বিয়ে কোরে আমরা দুজনে ঘর বাঁধি, দুটো পেট আমি খুব চালাতে পারবো ; যাবে কণিকা ?

এই ব্যাকুল মিনতিতে কণিকা চঞ্চল হইয়া উঠিল, পরে তাহা দমন করিয়া নিজেকে সংযত করিল

কণিকা। তা হয় না, বাবার অমতে বিয়ে হয় না। আজীবন তাঁর স্নেহে, মমতায় মানুষ হ'য়ে এতবড় আঘাত তাঁকে দিতে পারি না।

নরেশ। তিনি যদি তোমার সুখ দুঃখ না দেখেন, তবু তুমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাক্‌বে ?

কণিকা। তিনি যে আমার মা বাবা দুইই। আমার ভাল হবে মনে ক'রেই তো মত দেন্‌নি, আমাকে দুঃখ দেবার জন্যে নয়।

নরেশ। তা হ'লে তোমারই মত নেই। এতদিন আমায় নিয়ে খেলাচ্ছিলে মাত্র। এখন শীকার আহত হ'য়ে মাটিতে লুটোচ্ছে দেখে হিংস্র উল্লাসে শীকারী জয়ের আনন্দে মত্ত। তোমার প্রেম একটা ছলনা, অভিনয় মাত্র।

কণিকা। (ব্যগ্র চাঞ্চল্যে) নরেশ, নরেশ তুমি কি ব'ল্‌ছো !

নরেশ। (ক্রোধে আত্মহারা হইয়া) ঠিকই বোলছি। প্রেম বোলে, অন্তর বোলে তোমার কিছু নেই, তুমি একটি flirt.

কণিকা। (ক্রোধে আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া দলিতা ফণিনীর মত গর্জ্জিয়া উঠিল) কী এত হীন তুমি ! এত নীচ তোমার মন ! ভদ্র কুমারীকে flirt বোল্‌তে তোমার বাধলো না ! বেরিয়ে যাও তুমি, কখনও এ বাড়ীতে আর এসো না। তোমার মুখ দর্শন ক'রতে চাই না আমি। যাও—যাও।

কণিকা দ্বারের দিকে আঙ্গুল বাড়াইল এবং নরেশ দ্রুতগতিতে বাহির হইয়া গেল। পরমুহূর্ত্তে আহতা মৃগীর মত কণিকা কৌচে বসিয়া হাতে মুখ ঢাকিয়া আর্ত্তস্বরে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—মহীতোষের ড্রয়িংরুম। সকাল বেলা।

মহীতোষ বসিয়া গড়গড়ায় তামাক খাইতে খাইতে
খবরের কাগজ পড়িতেছিল। এমন সময়
রমাকান্ত প্রবেশ করিল

রমাকান্ত। হুজুর প্রজারা বড় জ্বালাতন হোয়ে হুজুরের সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়।

মহীতোষ। কোন মাহালের প্রজা? আবার কোন গোমস্তার অত্যাচার বুঝি?

রমাকান্ত। না হুজুর, হুজুরের জমিদারীতে নায়েব গোমস্তার আর প্রজাদের ওপর জুলুম করবার সাহস নেই। পাশের হরিহরপুর গ্রামের প্রজারা এসেছে। তাদের গ্রামের ধারের মাঠটায় একদল ইরাণী এসে আড্ডা নিয়েছে। তারা লোকের গাছপালা কেটে তছনছ ক'রছে, ঘোড়া ভেড়া নামিয়ে পুকুরের জল নষ্ট ক'রছে, জোর জুলুম কোরে ভিক্ষের নামে চাল আদায় ক'রছে। তাদের ভয়ে মেয়েছেলে দিনের বেলাতেও পথে বের হ'তে সাহস কোরছে না।

মহীতোষ। (গড়গড়ার নল দাঁতে চাপিয়া ধরিয়া) হুঁ, তারা সংখ্যায় কত?

রমাকান্ত। আজ্ঞে মেয়ে পুরুষে প্রায় পঞ্চাশ জন। গ্রামের কেউ কেউ থানায় খবর দেবার পক্ষপাতি ছিল, কিন্তু অধিকাংশ

লোকে বলে যে হুজুরের রাজত্বে যখন অত্যাচার তখন হুজুরকেই জানান হোক, তাই তারা দল বেঁধে এসেছে প্রতিকারের আশায়।

মহীতোষ। বড় শক্ত ব্যাপার রমাকান্ত। এরা তোমার বাংলা দেশের পিলেওয়ালা নিরীহ প্রজা নয়। এদের পঞ্চাশ জন পাঁচশো বাঙ্গালীকেও হার মানায়। এদিকে সায়েস্তা কোর্‌তে বেগ পেতে হবে। কাউকে দিয়ে এদের সর্দ্দারকে ডেকে পাঠাও, নয়তো ওবেলায় নিজেই যাও; বুঝিয়ে সুঝিয়ে যদি হয় ভালোই, নইলে শেষ পর্য্যন্ত হয়তো পুলিশের সাহায্যই নিতে হবে।

রমাকান্ত। আজ্ঞে আমি নিজেই যাব।

মহীতোষ। কিন্তু সাবধান, একলা যেও না। সঙ্গে লোক নিয়ে যেও, আর যদি না আসতে চায়, জোর কোরোনা। ভালয় ভালয় না এলে অন্য উপায় অবলম্বন কোর্‌তে হবে।

রমাকান্ত। আচ্ছা হুজুর—

প্রস্থানোদ্যত

মহীতোষ। হঁ্যা—হে—রমাকান্ত, পরেশের ভাই নরেশ নাকি বাড়ী থেকে কাউকে না বোলে পালিয়েছে? কথাটা কি সত্যি?

রমাকান্ত। হুজুর তাইতো শুন্‌ছি। লোকে ব'ল্‌ছে হুজুরের সঙ্গে নাকি কি কথা কাটাকাটি হোয়েছিল, সেইদিন রাত্রের ট্রেনেই কাউকে কিছু না বোলে হুজুরের ভয়ে সে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।

মহীতোষ। (গম্ভীর ভাবে) হুঁঃ। লোকে ব'লছে? তারা এসব ঘটনা জান্‌লে কি ক'রে?

রমাকান্ত। কি কোরে বা কার মারফৎ জান্‌লে তাতো

জানিনা হুজুর, তবে বড় লোকের বাড়ীর কথা গোপন থাকে না। কেমন কোরে যে বেরোয় তা কেউ জানেনা। লোকে ব'লছে আপনি তাকে খুন কোরবেন বোলে ভয় দেখিয়েছেন তাই সে দেশ ছাড়া হোয়েছে।

মহীতোষ। হুঁঃ। দেখ রমাকান্ত, পরেশের সঙ্গে আমাদের যে সব সরিকানী সম্পত্তি আছে, সামনের কালেক্টারী দাখিলের সময় একটারও খাজনা দিও না। হয় আমার অংশের খাজনা ও নিজে দিয়ে নালিশ কোরে আমার কাছ থেকে আদায় করুক, না হয় খাজনার দায়ে সম্পত্তি ছেড়ে দিক্, আমি বেনামে কিনে নোব। দেখি ওদের স্পর্দ্ধার সীমা কত! আর দেখ, সন্ধান নাও ওদের কোথায় কোথায় দেনা আছে, সেখান থেকে যত টাকা লাগে দিয়ে ওদের খত্‌গুলো কিনে নাও। যতদিন ওদের গুষ্ঠী এ গ্রামে থাক্‌বে, ওদের ঐ বাড়ীতে ওরা যতদিন বাস কোর্‌বে, ততদিন ওরাই গ্রামের 'বাবু' থাক্‌বে, আর ওদের সেই বাবুগিরীর গর্ব্বেই ওদের এত স্পর্দ্ধা। লোকের চোখে এখনও আমি মহীতোষ ঠিকাদার, জমিদার ব'লতে তাদের এখনও বাধে।

রমাকান্ত। আজ্ঞে পরেশবাবুর বাবা পর্য্যন্ত পুরোমাত্রায় এখানে জমিদারী কোরে গেছেন কিনা, কাজেই প্রাচীন ঘর বোলে—

মহীতোষ। আরে প্রাচীন বোলেই তো ওদের সরাতে হবে। বটগাছ যখন সতেজ থাকে তখন তার ডাল পালায় হাজার হাজার পাখী বাসা বাঁধে, তার তলায় বহু লোকে বিশ্রাম করে; কিন্তু প্রাচীন হোয়ে রসের অভাবে যখন তার ডালপালা মরে যায়, তখন

লোকে তার বাকীটুকু কেটে পুড়িয়ে ফেলে, এই সনাতন নিয়ম ; বুঝ্‌লে ?

রমাকান্ত। (কুণ্ঠিতভাবে) কিন্তু হঠাৎ নরেশ কি এমন কোরলে যে হুজুর তাদের ওপর এতো চোটে গেলেন ? সে তো শিক্ষিত—

মহীতোষ। হ্যাঁ, হ্যাঁ ; ঐ শিক্ষিত বোলেই তো তার এতদূর স্পর্দ্ধা। যার কাল কি খাবে তার ঠিক নেই, তার স্পর্দ্ধা সে চায় মহীতোষ রায়চৌধুরীর মেয়েকে বিয়ে কর্‌তে !

রমাকান্ত। ও, বটে ! এটা বোধহয় তার দাদার একটা চালও হোতে পারে। কণিকা দিদিকে বিয়ে কোর্‌লে অন্নবস্ত্রর অভাব আপনি ঘুচবে সেটা সে বেশ জানে, আর সেই সঙ্গেই ওদের লুপ্ত গৌরব ফাঁক্‌তালে ফিরে আস্‌বে। পুরান বাতিটা তেলের অভাবে নিভব নিভব কোরছে, আপনার সঙ্গে এমন একটা সম্বন্ধ হোলে আপনার তেলে ওদের বংশের দীপটা আরও উজ্জ্বল হবে, মতলবটা বোধ হয় এই।

মহীতোষ। হুঁ, এদিকটা তো আমার মনে হয়নি।

রমাকান্ত। আচ্ছা আমি আসি তা হ'লে হুজুর। প্রজাদের আপাতত বাড়ী যেতে বোলে দিই। তাদিকে বোলে দিইগে হুজুর এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা কোরবেন।

মহীতোষ। (চিন্তিতভাবে) আচ্ছা, যাও।

রমাকান্তের প্রস্থান

মহীতোষবাবু ঘন ঘন পদচারণা করিতে লাগিলেন।

ম্লানমুখে কণিকার প্রবেশ

কণিকা। (অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে) বাবা—

মহীতোষ। (সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া) কি মা ?

কণিকা। (ব্যাকুল কণ্ঠে) বাবা, তাকে তুমি সত্যিই খুন ক'র্‌বে ?

মহীতোষ। কাকেরে পাগলি মেয়ে ? আমি কি খুনে ?

কণিকা। তবে যে সবাই ব'ল্‌ছে তুমি তাকে খুন ক'রবে বোলেই সে পালিয়েছে।

মহীতোষ। তার স্পর্দ্ধার জন্যে খুন কোরলেও দোষ হোত না কণিকা! যে আমার চাকরের যোগ্য সে চায় জামাই হোতে!

কণিকা। বাবা—

তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। মাথা নীচু করিয়া
চোখের জল মুছিল

মহীতোষ। কী মা ? একি কাঁদছিস্ ? কি হোয়েছে বল মা। তোর চোখের জল আমি যে সইতে পারিনা মা। মহীতোষ রায়চৌধুরীকে বাইরের লোকে জানে সিংহ, কিন্তু তোর কাছে সে যে পোষা বেড়াল।

কণিকা। (মহীতোষের বুকে মাথা রাখিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল) বাবা আমাকে তুমি এত ভালবাস কেন ? এত ভালবাস বোলেই তো আমি তোমার অমতে কিছু ক'র্‌তে পারিনা।

আমাকে তুমি তিরস্কার কর, অবাধ্যতার জন্মে তাড়িয়ে দাও, আমার অন্যায় আবদারের জন্মে চাবুক মার বাবা, ভালোবেসোনা।

মহীতোষ। তুই কি ব'লছিস্ পাগ্লী। তোকে আমি তাড়িয়ে দেবো! কার জন্মে তাহ'লে এই বিরাট জমিদারী আর ব্যাবসা চালাব! এই শুক্নো বুকটা কার আশায় কাজ ক'রবে, বেঁচে থাকবে মা!

পঞ্চুর প্রবেশ

পঞ্চু। দিদিমণি আপনার একটা চিঠি পিওন্ দিয়ে গেল।

কণিকা চিঠি পড়িয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল, মাথা হাতের উপর রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল

মহীতোষ। কার চিঠি কণি? অমন কোরে কেঁদে উঠ্লি কেন? দেখি চিঠিটা।

কণিকার হাত হইতে চিঠি লইলেন, কণিকা হাত বাড়াইয়া পত্র দিল না বা আপত্তিও করিল না। চিঠি পড়িয়া মহীতোষবাবুর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল

মহীতোষ। যাক্ আমার মস্ত বড় একটা সংশয় গেল মা। আমি তোর কথাবার্ত্তায় শঙ্কিত হোয়ে উঠেছিলাম, ভাবছিলাম হয়তো হয়তো মনে মনে তুইও সেই পাজীটাকে প্রশ্রয় দিচ্ছিস্।

সস্নেহে কণিকার মাথায় হাত বুলাইয়া

আমারই মেয়ে তো। তাড়িয়ে দিয়েছিলি, বেশ কোরেছিস্।

কণিকা। কিন্তু বাবা ও তো তোমার ভয়ে দেশ ছাড়েনি, আমারই কথায় আমারই ওপর রাগ কোরে সে দেশ ছেড়ে চোলে গেল!

মহীতোষ। গেছে, আপদ্ গেছে।

কণিকা। না, না বাবা সে আপদ নয়, তাকে তুমি ফিরিয়ে আনো। রাগের মাথায় তাকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছিলাম।

মহীতোষ। (গম্ভীরভাবে) কণিকা!

কণিকা। বকো বাবা, আমায় খুব বকো, বাড়ী থেকে বের কোরে দাও। তোমার স্নেহের বাঁধনই আমাকে তার প্রতি পাষাণ কোরেছিল, সে বাঁধন ভেঙ্গে আমায় মুক্তি দাও।

মহীতোষ। (সস্নেহে) ওরে, ওরকম পাগলামী আজকাল অনেকেই করে। প্রথম প্রথম মনে হয় এত ভালবেসে ফেলেছি যে ওকে না পেলে বাঁচবো না, পরে বিয়ে-থা হোয়ে গেলে বেঁচেও থাকে, সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর কর্নাও করে। দুদিন একটু মন স্থির কর্। চল্, নয়তো কোলকাতায় তোকে বেড়িয়ে নিয়ে আসি। ঐ একটা লক্ষ্মীছাড়ার সঙ্গে কি তোর বিয়ে দিতে পারি! তোর জন্যে রূপে, গুণে, বিদ্যায়, ধনে শ্রেষ্ঠ এমন পাত্র আন্বো যে এ তল্লাটে তেমন জামাই আজ পর্য্যন্ত কেউ কোর্তে পারেনি।

কণিকা। (নিজেকে সংযত করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে) বিয়ে আমার হোয়ে গেছে বাবা, আর পাত্র কি হবে?

মহীতোষ। (চম্‌কাইয়া ক্রোধে) এঁ্যা, কি বল্লি! সত্যি! এতদূর!

কণিকা। মন্ত্র পড়ে বিয়ে হয়নি বটে, কিন্তু বিয়ের মন্ত্রটাই কি বড় কথা বাবা? মন নেওয়া দেওয়াটাই ত বিয়ের আসল মাপকাঠি, তা সংস্কৃতে, কি বাঙলায় বোলে হোক, কিংবা না বোলেই হোক। তোমার ভয়ে, কিংবা লোক লজ্জার জন্যে আমি দ্বিচারিণী হোতে পারব না, এই তোমায় আমি জানিয়ে রাখলাম।

প্রস্থান

কণিকার গতি পথের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মহীতোষ নির্ব্বাক ভাবে হতবুদ্ধি হইয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—ইরাণীদের তাঁবুর একাংশ। আসন্ন গোধূলি

কয়েকজন ইরাণী মেয়ে পুরুষ একটী হাঁড়ীর চতুর্দ্দিকে বসিয়া মদ খাইতেছে ও হল্লা করিতেছে, কেহ মাদল বাজাইতেছে

সর্দ্দার। আরে একঠো গাওনা ত গা, নেহিত ফুর্ত্তি নেহি জমতা।

ইরাণী রমণী উঠিয়া মদের গেলাস লইয়া গান ধরিল

পিও, পিও, সরাব পিও সেঁইয়া

সর্দ্দার। আরে নেহি, উ নেহি। উসি রোজ যো ই দেশোয়ালী গানা শিখা উহি ত শুনাও। উসকো সুর বহুত মিঠা।

ইরাণী রমণী। উসকো সুর আভি তক্ ঠিক লেনে নেহি শেকা সর্দ্দার।

সর্দ্দার। যো শিখা উহি গা, উসি রোজ হাম থোড়া শুনা থা, বহুত মিঠা লাগা।

ইরাণী রমণী। আরে তোম ভি সব আও, একসাথ গানেসে বহুত মিঠা লাগতা। আরে ইয়ারবক্স তুম বাজাও।

কেহ মাদল, কেহ বাঁশের বাঁশী বাজাইতে লাগিল। বাকী সকলে হাত ধরাধরি করিয়া সাঁওতালী ভঙ্গীতে নাচিতে লাগিল

গীত

গাঁয়ের ধারে মেলা বোসেছে।
গাঁয়ের লোকে মেলায় চোলেছে॥
ডাগর ডাগর ছুঁড়ীগুলা মেলায় যাবি না,
ছোঁড়াগুলা পথের ধারে করে আনাগোনা।
তাদের হাতে রঙ্গীন শাড়ী আর জবাফুল
কাছ দিয়ে গেলে পরে টেনে দেবে চুল,
হে-এ-এই, ফুলেল তেল এনেছে॥
ছোঁড়াগুলা বড় পাজী, ফিকির ফিকির হাসে,
ছুঁড়িগুলার কাছে গিয়ে খুকুর খুকুর কাসে,
মেলায় কত কাঁকুই কাঁকন্
কাঁচের চুড়ী এসেছে॥

নাচ গান শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে রমাকান্তর প্রবেশ; সঙ্গে একজন লাঠিধারী দারোয়ান

রমাকান্ত। এই তোদের সর্দ্দার কে?

সর্দ্দার। কৌঁও? কেয়া মাংতা?

রমাকান্ত। আমি জমিদারবাবুর সদর নায়েব। তোকে জমিদারবাবু তলব কোরেছেন, কাছারীতে চল।

সর্দ্দার। হামলোককো জমিদার কৈ নেহি হ্যায়। হামলোককো হুকুম দেনা কৈ কো এক্তিয়ার নেহি হ্যায়।

রমাকান্ত। কার জমিতে তাঁবু ফেলেছিস জানিস? যার জমিতে বাস কোরছিস তার হুকুম মানবি না! এ কি জুলুম নাকি?

সর্দ্দার। আরে জুলুম তুম হি ত করতা হ্যায়।

রমাকান্ত। তোরা লোকজনের গাছপালা, পুকুরের জল, নষ্ট ক'র্‌ছিস্ কেন?

সর্দ্দার। আরে হাম্‌লোককো ভেড়া বথ্‌রি ঘোড়া পানি নেহি পিয়েগা? আউর হামলোক্‌কো আগ্ জ্বালানেকো-ওয়াস্তে যো জরুরৎ হোতা উহি লেকড়ী লেতা, উসিসে জাদা তো নেহি লেতা। উ নেহি লেগা তো হামলোককো কেইসে চলেগা?

রমাকান্ত। তা হ'লে হুজুরের রাজত্ব ছেড়ে অন্য কোন দুর্ব্বল লোকের জমিদারীতে আড্ডা নে গিয়ে। মহীতোষ বাবুর জমিদারীতে এ জুলুম চল্‌বে না।

সর্দ্দার। আরে জুলুন তো তুমহি কর্‌তে হো। হামলোককো খানেকো ওয়াস্তে আগকো লেক্‌ড়ি নেহি মিলেগা, পিনেকো পানী নেহি মিলেগা, ইতো বহুত জবরদস্তি!

রমাকান্ত। আরে হারামজাদা তাই বোলে তোরা পরের ওপর উপদ্রব ক'রবি?

১ম ইরাণী। (ছোরা বাহির করিয়া) হুঁসিয়ার বাঙ্গালী! সর্দ্দারকো ফিন্ গালি দেগা তো ইয়ে চাক্কু একদম্ তুমকো কলিজামে ডাল দেগা।

রমাকান্ত। ওরে জমিদারী শাসন কোর্তে ওরকম অনেক ছুরী এই রমাকান্ত দেখেছে, দেখিয়েছেও। ওতে রমাকান্ত ভয় খায় না। মালিকের কাজে রমাকান্ত বহুবার প্রাণ তুচ্ছ কোরেছে, যখনই দরকার হবে প্রাণ দিতে সে তৈরী আছে। তোদিকে এই শেষ হুকুম জানান রইলো, যদি ফের কারু অনিষ্ট ক'র্বি তাহলে কাছারীতে ধরে নিয়ে গিয়ে চাব্‌কে পিঠের ছাল তুলে দেওয়া হবে।

প্রস্থানোদ্যত, দারোয়ানও যাইবার জন্য পিছু ফিরিল

সর্দ্দার পিছন দিক হইতে সন্তর্পণে রমাকান্তর পিঠে ছোরা মারিতে গেল, এমন সময় পিছনে পিস্তলের আওয়াজ হইতেই সর্দ্দার নিজের ডান হাতটা চাপিয়া ধরিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া বসিয়া পড়িল। রমাকান্ত ফিরিতেই দেখিল মহীতোষ পিস্তল হাতে ঢুকিল

রমাকান্ত। একি হুজুর! আপনি!

মহীতোষ। হ্যাঁ রমাকান্ত। যে কর্ম্মচারী মনিবের জন্য জীবন দিতে তৈরী থাকে, মহীতোষ রায়-চৌধুরী তার জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করে না। তোমাকে এদের গহ্বরে পাঠিয়ে আমি কি নিশ্চিন্ত আলস্যে সোফায় বোসে তামাক খেতে পারি? ঐ শয়তান পেছন থেকে তোমায় ছোরা মারতে গিয়েছিল।

অন্যান্য ইরাণীরা মহীতোষের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ছোরা বাহির করিয়াছিল, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া মহীতোষ বলিল

খবরদার, ছোরা নামাও; নেহাৎ দয়া কোরে ওর পিঠে না মেরে হাতটা ভেঙ্গে দিয়েছি; যদি ফের কিছু করবার চেষ্টা করিস এক একটা গুলিতে সব মাটীতে শুইয়ে দোব।

সর্দ্দারের চোখ দুইটা হিংস্রতায় জ্বলিয়া উঠিল, পরক্ষণে
নিজেকে সংযত করিয়া সে কষ্টে উঠিয়া বলিল

সর্দ্দার। আপই জমিদার হ্যায়? হুজুর সেলাম।

মহীতোষ। এতক্ষণে সেলাম কোর্‌তে ইচ্ছে হোয়েছে দেখ্‌ছি —যাক্ খুসী হলুম।

সর্দ্দার। হুজুর হামলোক্ জংলী আদমী; আদবকায়দা মালুম নেহি, মাফ্ কিজিয়ে। বাকী এক আর্জ্জি হাম্‌কোভি আপকো পাশ হ্যায়—

মহীতোষ। কি বল্।

সর্দ্দার। হাম ভি তো আপকো জমিন্‌মে হ্যায়, হাম ভি আপকো পর্‌জা, লড়্‌কা হ্যায়। এক লড়্‌কাকো ওয়াস্তে দোসরা লড়্‌কাকো কৈ বাপ তকলিফ দেতা হ্যায়? হামলোককো পিনেকা পানী, আগকো লেক্‌ড়ী, আপ নেহি দেগা তো এ রাজ্‌মে কোন দেগা রাজাবাবু!

মহীতোষ। বেশ তো এই কথা আমার কাছারীতে হাজির হোয়ে বোলতে কি হয়েছিল?

সর্দ্দার। (হাত জোড় করিয়া) কসুর হুয়া বাবুজী, মাফ কিজিয়ে, বাকী হামারা আর্জ্জি মঞ্জুর কিজিয়ে।

মহীতোষ। ওহে রমাকান্ত, ডাঙ্গার ধারে আমার খাসের পুকুরটা আর তার পাড়ের গাছগুলো এদিকে ব্যবহারের জন্যে ছেড়ে দিও। এখানে তোরা পনর দিন থাক্‌তে পাবি, তার পর অন্য যায়গায় যেতে হবে, এই পনর দিন আমার পুকুর আর গাছ

ব্যবহার কর্‌তে পারবি। খবরদার আমার কোন প্রজার ওপর কোন জুলুম যদি তোর দলের লোক কোরেছে শুন্‌তে পাই, তোদের তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দোব। চল রমাকান্ত।

উভয়ের প্রস্থান

ইরাণীরা সর্দ্দারের কাছে আসিয়া তাহার
আহত রক্তাপ্লুত হাতটা দেখিয়া

১ম ও ২য় ইরাণী। সর্দ্দার, এতনা জুলুম! হুকুম দেও সর্দ্দার উস্‌কো ভি খুন হাম দেখেগা, নেহি বোল তো উস্‌কো শির হাম লে আয়ে গা।

সর্দ্দার। (অপেক্ষাকৃত নিম্নকণ্ঠে) আভি চুপ রহো। বখত যব আয়েগা শোধ হাম পুরা লেগা। শালা বাঙ্গালী—!

বাঁ হাতে ছোরাটা কুড়াইয়া লইয়া ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে মহীতোষের
গতিপথের দিকে চাহিয়া রহিল

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মহীতোষ বাবুর বাড়ীর সামনের রাস্তা। রাস্তা হইতে কয়েক ধাপ সিঁড়ি
বাড়ীর সদর দরজা পর্য্যন্ত গিয়াছে। রাত্রি গভীর। জনৈক
ভদ্রলোকের প্রবেশ। লোকটীর চেহারা অনেকটা নরেশের
মত, কেবল মুখে অল্প দাড়ি গোঁফ, পরণে লুঙ্গি,
দেখিলে মুসলমান মনে হয়।

ভদ্রলোক। আহা-হা-হা অমন ইরাণী ছুঁড়িটা ফস্‌কে গেল। গায়ের জোরে না পেরে, বুদ্ধির জোরে পালাল—ছিঃ ছিঃ! ছুঁড়ি ভেবেছিল টাকা নিয়ে ছোরা দেখিয়ে ভয় খাইয়ে সরে পড়বে। বাবা, একি ভেতো বাঙ্গালী, এ যে বুনো আসামী। ছোরাটা কেড়ে নিয়ে বেশ বাগিয়েছিলুম—বেটি শেষে ইরাণী সরাব আনবার ছল কোরে আমায় দাঁড় করিয়ে রেখে বুঝি সরেই পড়লো। ঈস্, মশার কামড়ে গা, হাত, পা ফুলে উঠেছে। আচ্ছা, আমিও তোকে না পেলে আসামে ফিরছি না। ভাগ্যে মোকদ্দমার তদ্‌বিরে এখানে এসেছিলাম তাই তো এমন ইরাণী মধুর সন্ধান পেলাম—এ মধু কি আসামের জঙ্গলে মেলে!

পিছন হইতে কাল কাপড়ে আবৃত একজন ইরাণী পুরুষ ও নারীর প্রবেশ। ইরাণী রমণী নীরবে লোকটীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল এবং পুরুষ পথিকের পিঠে, বুকে, মুখে ছুরিকাঘাত করিল

ইরাণী পুঃ। শালা বাঙালী! ইরাণী আপেল বহুত মিঠা না? খাও শালা, খাও হাঃ—হাঃ—হাঃ।

উভয়ের দ্রুত প্রস্থান

ভদ্রলোক। আঃ-আঃ, খুন ক'রলে, খুন ক'রলে—কে কোথায় আছ—বাঁচাও—বাঁচাও—উঃ—বাবাগো—মাগো—জল একটু জল

ছটফট্ করিয়া সিঁড়ির উপর পড়িয়া মারা গেল। একজন পাহারাওয়ালার প্রবেশ

পাহারাওয়ালা। কোন ইধার হাল্লা কিয়া? আরে কোন্ চিল্লাতা থা?

টর্চ্চের আলোতে মৃতদেহ দেখিয়া

আরে ই তো একদম খুন!

বিপদসূচক বাঁশী বাজাইল। অন্য একজন পুলিশ ও পরেশ, সুরেশ, মহিম একে একে বিভিন্ন দিক হইতে প্রবেশ করিল। পরেশ, মহিম প্রভৃতির কাহারও গায়ে বিছানার চাদর জড়ানো, কেহ কাছা, কোঁচা গুঁজিতে গুঁজিতে ঢুকিল; সকলের চোখে নিদ্রা জড়ান।

২য় পাহারা। (খৈনি টিপিতে টিপিতে) কেয়ারে ভাইয়া কেয়া হুয়া?

পরেশ। কি হে, কে যেন চীৎকার কোরে উঠ্‌লো? পুলিশের বিপদের বাঁশী শোনা গেল!

১ম পাহারা। আরে ভাই, লাস্ গির্ গিয়া—এক্‌দম্ খুন!

সকলে। খুন্! খুন! কৈ কোথায় খুন?

প্রথম পাহারাওয়ালা মৃতদেহের উপর টর্চ্চের আলো ফেলিল

সুরেশ। (দেখিয়া) ঈস্—যেখানে পেরেছে ছোরা চালিয়েছে। মুখ, পিঠ, বুক কোথাও যে বাদ দেয় নি। কি বীভৎস চেহারা হোয়েছে।

মহিম। ওহে পাহারাওয়ালা সাহেব টর্চ্চটা ভাল কোরে মুখে ফেল দেখি; দেখি লোকটা কে।

টর্চ্চের আলোয় ভাল ভাবে দেখিয়া

হ্যাঁ হে পরেশ, যদিও খুনের জন্যে ঠিক বোঝা যাচ্ছেনা, কিন্তু লোকটা দেখ্‌তে তোমার ভাই নরেশের মতন মনে হ'চ্ছে যে—অবশ্য একমুখ দাড়ী-গোঁফ রয়েছে, কিন্তু মুখটা দেখ্‌তে ঠিক্ নরেশের মতন।

পরেশ। এ্যাঁ! বল কি! দেখি, দেখি—(দেখিয়া) এ্যাঁ! নরেশই তো বটে, সেই মুখ, হাত, পা—

কাঁদিয়া মৃতদেহ জড়াইয়া ধরিল

ভাই নরু এতদিন বাড়ী ছেড়েছিলি—যদি এলি এ কি সর্ব্বনাশ হ'ল রে—ভাই—নরু ওরে নরু—।

১ম পাহারা। এ খুন্ কোন্ কিয়া ?

সুরেশ। তা কি হামলোক্‌কো বোলকে কিয়া ? যে খুন করা, উস্‌কো পাকৃড়ো না।

১ম পাহারা। উ কিধার ভাগা ?

মহিম। তোমার মাথা পর। তোমাদের দ্বারা হবে না, দারোগা সাহেব কো খবর দাও।

১ম পাহারা। উ তো জরুর দেনে হোগা, বাকী কেয়া বাত বলিয়ে না। মালুম হোতা আপ্ সব্ জান্‌তা ?

মহিম। (সুরেশকে) দাদা, গতিক সুবিধে নয়। শালা শেষে খুনী বোলে আমাদের চালান না দেয়। আরে জমাদার সাহেব হামলোক কেইসে জানেগা ? দেখতা না—হামলোক্ চীৎকার শুন্‌কে বিছানা ছোড়্‌কে—কাঁছা কোঁচা গুঁজ্‌তে গুঁজ্‌তে আয়া হায়। উ পাশের বাড়ী হামারা।

১ম পাহারা। তব তো আপ্ উস্‌কো জরুর দেখা হোগা ?

সুরেশ। বাপ্ পুলুস্—হামলোক কি চোখ খুল্‌কে খুল্‌কে ঘুমাতা থা, যে খুনী কোন্ ধারে ভাগা দেখেগা ! চীৎকার শুনা, তোমাদের বাঁশী শুনা, তাইতো ধড়মড়িয়ে উঠ্‌কে বাহারমে দেখ্‌তে আয়া। এসে যে তোমার মতন বুদ্ধিমানের সঙ্গে দেখা হোগা—তা জান্‌লে কোন শালা নিকাল্‌তা থা।

পরেশ। জমাদার এ খুন কে কোরেছে আমি জানি। তুমি তাকে ধোর্‌তে পার্‌বে না। বড়লোক বোলে ভয় পাবে। বল, যদি ভয় কর তবে আমি থানায় গিয়ে দারোগাকেই সব বোল্‌বো।

১ম পাহারা। আরে বাবু আপ্ বলিয়ে না। এ খুন যো কিয়া উ তো জরুর পাকৃড় যায়েগা।

পরেশ। এ খুন কোরেছে এই বাড়ীর মালিক মহীতোষবাবু।

২য় পাহারা। ই আপ্ কেয়া বোল্‌তা বাবুজি! মহীতোষবাবু এত্‌না ভারী আদমী হোকে ইস্‌কো কেঁও খুন করেগা?

পরেশ। তুমি আমার সঙ্গে তর্ক কোর্‌বে, না আসামী ধর্‌বে? এদিকে আসামী যে ফেরার হবে।

১ম পাহারা। আরে আস্‌লি খুনী হোনেসে তো জরুর পাকড় যায়গা। বাকী এত্‌না ভারী আদমী কেঁও এইসি কাম্ করেগা, উতো পহেলা বলিয়ে।

পরেশ। আমার ভাইকে ও বরাবর দেখতে পার্‌তো না। ওর মেয়েকে সে বিয়ে কোর্‌তে চেয়েছিল। গরীবের ছেলের স্পর্দ্ধায় মহীতোষবাবু তাকে খুন্ কোর্‌বে বলে। আজ সুবিধে পেয়ে সে তার জিদ্ বজায় রেখেছে। বেটা শয়তান খুনী!

১ম পাহারা। ই কেয়া বাত্—সাদী কো ওয়াস্তে খুন?

মহিম। বাপ্ ছাতু—তুমি বুঝ্‌বে না, শীঘ্রী দারোগা বাবুকে খবর দাও।

১ম পাহারা। উ তো দেনেই হোগা, বাকি—বাত্ কেয়া হ্যায় বলিয়ে না!

মহিম। পরেশ বাবুর ভাই নরেশ মহীতোষবাবুর মেয়েকে ভালোবাস্‌তা থা।

১ম পাহারা। ভাল্‌বাস্‌তা কেয়া হ্যায়?

সুরেশ। প্রেম, প্রেম বুঝ্‌লে না ? আশ্‌নাই, পিরীতি···আরে বেটা হাঁ কোরে রইল ! মহীতোষবাবুর লেড়কী আর পরেশবাবুর ভাই লড়্‌কা—লট্‌-ঘট্‌ লট ঘট,—সমঝা ?

১ম ও ২য় পা। ও··· ! হাঁ-হাঁ সম্‌ঝা।

সুরেশ। আঃ বাঁচিয়েছ ! সেই লট্‌ ঘটের ফলে—নরেশ ঐ লডকীকো সাদী কর্‌নে মাঙ্গা। কিন্তু নরেশ গরীব বোলে মহীতোষ বাবু রাজী না হোকে গালাগালি দেন। আউর ফিন্‌ লট্‌ ঘট্‌ হোনেসে খুন করেগা ব'ল্‌কে ডর দেখায়াথা। উস্‌কো ওয়াস্তে নরেশ মনের দুঃখে আর ডরে দেশসে ভাগা। আজ বোধ হয় কোন কারণে নরেশ দেশমে আয়া, বোধ হয় প্রথমেই লড়কির কাছে আয়া আর কৈ লটঘট হুয়া, মহীতোষবাবু দেখে ফেলা, ব্যাস্‌ ছুরী চালায় দিয়া। সমঝা ?

১ম পাহারা। ও—এসি বাত্‌ হ্যায় ?

মহীতোষের দরজায় ধাক্কা দিয়া

বাড়ীমে কোন হ্যাঁয় ; দরজা খুলেন।

পঞ্চু দরজা খুলিয়া লণ্ঠন হাতে বাহিরে আসিল

পঞ্চু। (চোখ মুছিতে মুছিতে) কে হে এত রাত্রে ?

ভালভাবে দেখিয়া চমকাইয়া

এ্যাঁ পুলিশ···?

১ম পাহারা। মহীতোষবাবুকো খবর দেও, বাহারমে আনে বোলো। জরুরী কাম হ্যায়।

পঞ্চু। (শশব্যস্তে) আচ্ছা!

দরজা বন্ধ করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল

পরেশ। কাল মহীতোষবাবু লোক দিয়ে আমার কাছে সন্ধান নিতে পাঠিয়েছিল—নরেশ কবে আস্‌বে। শয়তান, খুনী, বদমাইস্‌। দেখ্‌ছ না—বাইরে এত গোলমাল, এতলোক জমেছে আর ও দরজা খোলে না? পাজী বোধ হয় এতক্ষণ খিড়কী দরজা দিয়ে পালিয়েছে। শীঘ্রী তাকে ধরবার ব্যবস্থা কর।

১ম পাহারা। (দ্বিতীয় পাহারাওয়ালাকে) আরে ভাই তুম্‌ ওহি দরজা পর যাওতো ভেইয়া। দ্বিতীয় পাহারাওয়ালার প্রস্থান

সুরেশ। উঃ কি দুঃসাহস—মেরে নিজের দরজায় ফেলে রেখেছে।

মহিম। হয়তো সরাতো, এমন সময় পুলিশ এসে পড়েছে।

সুরেশ। ধুমসো আইবুড়ো মেয়েটা বাপের টাকার গরমে ধরাকে সরা জ্ঞান করে। পাত্র আর পছন্দই হয় না। এইবার বাপতো ফাঁসীকাঠে লট্‌কায়—নাও টাকার শ্রাদ্ধ কর।

দরজা খুলিয়া মহীতোষ লণ্ঠন হস্তে প্রবেশ করিল

মহীতোষ। কি এতো ভীড় কিসের? ব্যাপার কি?

সহসা সামনে মৃত ব্যক্তিকে দেখিয়া

আরে একি? এখানে পোড়ে কে? (ভালভাবে দেখিয়া) এ যে রক্তে সিঁড়ি ভেসে গেছে! খুন!

পরেশ। খুব ভাল মানুষ! দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছো কি জমাদার! হাতকড়া লাগাও।

পাহারাওয়ালা আগাইয়া আসিল

মহীতোষ। খবরদার—না বুঝে যাতা কোর না। খুন্! আমার দরজায়?

পরেশ। আর চোখ রাঙ্গালে কি হবে? টাকাই পৃথিবীতে সব নয় মহীতোষবাবু। টাকার জোরে খুন করা যায়—পরকে পথে বসানোর ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু ধর্ম্মকে চিরকাল ফাঁকি দেওয়া যায় না। তাই ধর্ম্মের ঢাক্ আপনি বেজেঁছে, আমার ভাই গেছে, কিন্তু আপনাকেও তার সঙ্গে যেতে হবে।

মহীতোষ। (চমকাইয়া) তোমার ভাই?

পরেশ। হ্যাঁ নরেশ—আর ন্যাকামী কেন?

মহীতোষ ঝুঁকিয়া মৃতদেহ দেখিয়া

মহীতোষ। নরেশ? নরু?

মহীতোষ মাথায় হাত দিয়া বজ্রাহতের মত বসিয়া পড়িল

১ম পাহারা। কস্থুর মাপ কি জিয়ে মহীতোষবাবু,হামলোক্‌কো ডিউটি করনে হোগা, থানামে একদফে চলিয়ে।

মহীতোষের হাত ধরিল, মহীতোষ উঠিয়া দাঁড়াইয়া

যাইবার জন্য পা বাড়াইল

কণিকা। (নেপথ্যে) এত রাত্রে কার সঙ্গে কথা কইছো বাবা?

কণিকা প্রবেশ করিল

কণিকা। (পুলিস দেখিয়া) একি ! বাবা, বাবা—

মহীতোষের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল

পরেশ। ওঃ—এখন তো খুব ন্যাকামী ! বাপ বেটীতে মিলে আমার নরেশকে যেখানে পাঠিয়েছ, এখন তোমার বাবাও সেখানে যাক্।

কণিকা। (চম্‌কাইয়া) এঁ্যা—নরেশ ? (মৃতদেহ দেখিয়া) ওগো তুমি—তুমি··· !

মূর্চ্ছিত হইয়া মৃত দেহের বুকে পড়িল

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথ। সন্ধ্যার মুখ

বাউল গাহিয়া গাহিয়া চলিয়া গেল

রাজপুত্র চল্লো আমার কন্যারি সন্ধানে।
কন্যা ঘুমায় পাতাল পুরে সোনার শয়ানে॥
তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে পক্ষী রাজের পিঠে,
চল্লো আমার রাজপুত্র কণ্ঠে গান মিঠে,
প্রেমের আ[illegible] তার নয়ন কোণে।
সোনার কাঠির পরশেতে কন্যা উঠ্‌বে জেগে
পরশেরি ছোঁয়াচ দিতে কুমার ধায় বেগে
কন্যা যে গো ঘুমায় শুধু পরশেরি আশে
সোনার কাঠি রূপার কাঠি রেখে তাহার পাশে
সোনার কাঠির পরশেতে চমক জাগে প্রাণে
প্রেমের গান গাইবে ওরা দোঁহার কাণে কাণে॥

বাউলের প্রস্থান

একদিক দিয়া নরেশের অপর দিক দিয়া জনৈক পথিকের প্রবেশ

নরেশ। নমস্কার, মশায়ের বাড়ী কি এই গ্রামে?

পথিক। না, আমি ঠিক এইখানকার লোক নই? তবে এই

গ্রামে আমার জামাইয়ের বাড়ী, মাঝে মাঝে আসি যাই। কেন বলুন্ তো ?

নরেশ। খবরেব কাগজে কয়েকদিন আগে পড়েছিলাম কিছু দিন আগে এই গ্রামে নরেশ বোলে একটি লোককে গ্রামের জমীদার মহীতোষবাবু নাকি খুন কোরেছিলেন, খবরটা কি সত্যি মশাই ?

পথিক। সত্যি বইকি মশাই। কাগজে তো খুব সংক্ষেপে বেরিয়েছে। মফঃস্বলের খবর কি কাগজওয়ালারা সহজে ছাপে মশাই। দেখুন না যেদিন ঘটনা ঘোটলো তার বোধ হয় বার তের দিন পরে ছোট্ট কোরে খবরটা ছাপলো। যে লোক খবরটা পাঠিয়েছিল তারই ভুল, খুনের ভেতর যে একটা প্রণয় কাণ্ড আছে তা রিপোর্ট করেনি, তা হ'লে দেখ্‌তেন খবরের কাগজওয়ালারা ছবি সংগ্রহ কোরে দু'কলম হেড লাইন দিয়ে ছাপাতো। খুনের চেয়ে প্রেমটা কাগজওয়ালাদিকে বেশী আকর্ষণ করে।

নরেশ। খুনের মধ্যে প্রেম কি মশাই ?

পথিক। আরে মশাই প্রেম না হ'লে আর খুন হোল কি কোরে ? মহীতোষবাবুর মেয়েকে নরেশ ভালবাস্‌তো, কিন্তু নরেশদের অবস্থা ভাল নয় বোলে তার বাপ দেন নরেশকে খুনের ভয় দেখিয়ে দেশছাড়া কোরে। কিছুদিন পর প্রেমের জ্বালায় নরেশ বেচারী একদিন গভীর রাত্রে ফিরে এসে লুকিয়ে মহীতোষ-বাবুর বাড়ীতে ঢোকে···প্রেমের জ্বালা বড় জ্বালা কিনা; ওর বীজ একবার ভেতরে ঢুকলে ত আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না।

মহীতোষবাবু দেখ্‌তে পেয়ে প্রেমলীলা দেন একবারে সাঙ্গ কোরে। তার পর লাসটা টেনে সরাবার মতলবে দোর গোড়া পর্য্যন্ত বের কোরেছেন এমন সময় পুলিশ এসে পড়ায় ধরা পোড়ে যান।

নরেশ। বলেন কি? মহীতোষবাবুকে লাস সরাবার অবস্থায় পুলিশে ধোরেছে?

পথিক। আরে হ্যাঁ মশাই, ছোরা তথনও তাঁর পাশেই পোড়েছিল। লোকে ত বলে মহীতোষবাবুর হাতেও নাকি তথনও রক্তের দাগ ছিল। পুলিশ দেখে দরজায় খিল দিয়ে তিনি কাপড় পালটে ফেলে হাত ধুয়ে ফেলেন, তবু রক্তের দাগ হাত থেকে একবারে যায়নি। পাপের ছাপ কি সহজে ওঠে মশাই!

নরেশ। কিন্তু যে লোকটা খুন হোয়েছে সে যে নরেশ তার প্রমাণ কি? অন্য লোকও তো হোতে পারে যে দেখ্‌তে অনেকটা নরেশের মত।

পথিক। খুনের মামলার বিচার হোচ্ছে, পুলিশ হাকিম সবারই মনে ত ও প্রশ্ন জাগতে পারে। তাঁরা কি নির্ব্বোধ? তার সহোদর ভাই, যে তাকে কোলে পিঠে কোরে মানুষ কোরেছে তিনিই চিনেছেন, গ্রামের অন্য লোকেরা চিনেছে, সব চেয়ে বড় কথা আসামী ও তাঁর মেয়ে নিজেরাই স্বীকার কোরেছে যে নরেশই খুন হোয়েছে।

নরেশ। তবে তো কোন সন্দেহই নেই।

পথিক। নাঃ, নরেশ যে খুন হোয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখন দেখা যাক্ বিচার কি হয়। বড়লোক আসামী মশাই, বোঝেনই ত। আচ্ছা চলি নমস্কার।

নরেশ। নমস্কার।

পথিকের প্রস্থান

নাঃ, এর পর তো আর সোজা বাড়ী যাওয়া যায় না। আমি এসে দেখা দিলেই ব্যাপারটা যত সহজে মিটবে মনে কোরেছিলাম এখন জিনিসটা তত সহজ ত মনে হচ্ছে না। কোথায় যেন একটা মারাত্মক ভুল রোয়েছে। এর পর সহসা নিজেকে নরেশ বোলতে গেলে শেষে আমাকেই একটা হাঙ্গামায় প'ড়তে হবে।

মহিম ও সুরেশের প্রবেশ। নরেশ একটু সরিয়া গিয়া দাঁড়াইল

সুরেশ। হ্যাঁ-হে মহিম—আজ খুনের মামলাটার রায় দিলে নাকি?

মহীম। রায় আজ দিলে না। আজও argument শেষ হোল না। বোধ হয় কাল রায় দেবে। তবে, রায় যা হবে বোঝা গেছে। সেসনে কমিট্ নিশ্চয় কোর্বে।

সুরেশ। তাতো নিশ্চয়ই। প্রমাণ যে জলজ্যান্ত। ওরই বাড়ীতে খুন। মহীতোষবাবুর ভয়েই যে নরেশ দেশ ছাড়া তাতো জেরায় কণিকা অস্বীকার ক'রতে পারলে না। শুধু দেশ ছাড়া কোরেই ক্ষান্ত হয় নি। তার পর থেকে ওদের দুই পরিবারের

মধ্যে একটা পারিবারিক বিবাদ পাকাপাকি হোয়ে দাঁড়ায়। রমাকান্তর মত ঘুঘু লোকও জেরায় অস্বীকার কোরতে পারেনি যে—মহীতোষবাবু অন্যের কাছ থেকে নরেশদের বাড়ীর বন্ধকী দলিল ডবল দাম দিয়ে কিনে তার নালিশ কোরেছেন। নিজের অংশের খাজনা না দিয়ে পরেশবাবুদের অনেক সম্পত্তি নীলাম ক'রবার ব্যবস্থা কোরেছেন। এর পর আর কি প্রমাণ চাই বল ?

মহিম। তা ছাড়া কণিকা তো নিজেই জেরায় স্বীকার কোরেছে যে সে নরেশকে ভালবাসতো—ছিঃ ছিঃ কি লজ্জার কথা, শেষ পর্য্যন্ত এই সব ব্যাপার কোর্টে পর্য্যন্ত গড়াল!

সুরেশ। সেদিন দেখনি মেয়েটা নরেশের লাসটার ওপর কি রকম ভিরমী খেয়ে পড়লো—সেই মল খসালি তবে কেন লোক হাসালি! ভালই যদি বাসতিস তবে তেজ কোরে তখন তাড়িয়ে না দিয়ে বিয়ে ক'রলেই তো গোল চুকে যেতো। এই সব খুনো-খুনীও হোত না। পরেশদেরও সর্ব্বনাশ হোত না।

মহিম। আজকালকার মেয়েদের ঐ এক ঢং, পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ। বাপদেরও আক্কেলকে বলিহারী যাই—মেয়ে এদিকে ধিঙ্গি কোরে রাখবে, বাইরের ছোঁড়াদের সঙ্গে মেলামেশা কোরতে দেবে অথচ মতামতের পূরো স্বাধীনতা দেবে না।

সুরেশ। আরে এ তো তা নয়—তখন তো শুনেছিলুম যে মেয়েরও মত ছিল না।

একটি ইরাণী পুরুষ ও একটি ইরাণী রমণী নাচিতে নাচিতে প্রবেশ করিল রমণীটি মহিম ও সুরেশের সম্মুখে ভঙ্গি সহকারে গান ধরিল ও পুরুষ হারমোনিয়াম বাজাইতে লাগিল

ইরাণী রমণীর গীত

ছোঃ ছোঃ ছোঃ বাঙ্গালী বাবু
পেয়ার নেহি জান্‌তা।
মেরে গুলাব বাগিচা মে এতনা গুলাব
ভোঁওরা নেহি মিলতা॥
তাজা গুলাবকা গুলাবী মৌজে—
দিল হামারা পাগলা।
গুলাব বিস্তারামে একলা শো'কে
রাত হামারা গেলা॥
রাতি ভরি গুলাব কি কাঁটা—
ফুটতা মেরা গুলাবী গায়।
গুলাব কি কিম্মৎ দেনে ওয়ালা
বাংলা মে কৈ নেহি হ্যায়॥

ইঃ রমণী। (সেলাম করিয়া) বাবু সাব একঠো সিক্কি দিজিয়ে—

মহিম পকেট হইতে একটা পয়সা বাহির করিয়া দিল

ইঃ রমণী। বাবু সাব্ এতনা নাচ কিয়া, গানা শুনায়া—একঠো পয়সা! একঠো সিক্কি তো দেও।

মহিম। (আর একটা পয়সা দিয়া) এই নাও আর একটা পয়সা, যাও বিদায় হও; দিক্ করো মাৎ।

ইরাণীদের প্রস্থান

মহিম। এই ইরাণীগুলো একটা nuisence. দিনের বেলায় মেয়েগুলো ভিক্ষে করে, আর রাত্রে পুরুষগুলো ডাকাতি করে।

সুরেশ। ভিক্ষে তো নামমাত্র। ওদের দয়ায় কেউ ভিক্ষে দেয় না, দেয় ভয়ে। সকাল বেলা বাড়ীর সদর দরজায় এসে চেপে বসে। মুষ্টি ভিক্ষে দিলে নেবে না—এক সের চাউল লেয়াও তব তো যায়গা। ওদের ভয়ে বাধ্য হোয়ে লোকে চাল দেয়—না দিলে রাত্রে বাড়ীতে চুরী হবে। মহীতোষ বাবু যতদিন বাইরে ছিলেন ইরাণীগুলো কিন্তু জব্দ ছিল। তিনি হাজতে যাবার পর থেকে ব্যাটাদের জুলুম ডবল বেড়েছে।

মহিম। পুলিশগুলোও hopeless—ওরা আসার পর থেকে এ গ্রামে এবং সদরেও প্রায় রোজই চুরী হ'চ্ছে। আজ পাঁচিল টপকে—কাল জানালার গরাদ কেটে, কিন্তু পুলিশ কিছুই ক'রতে পারছে না।

সুরেশ। পুলিশ কি কোর্বে বল?

মহিম। মহীতোষ বাবু কি কোরে ঠাণ্ডা রেখেছিলেন? যাই বল লোকটা কিন্তু সত্যিই খুব তেজী। এবার আবার শুনছি ছুঁড়িগুলো নতুন বুদ্ধি শিখেছে। নেচে, গেয়ে, মন ভুলিয়ে, লোভ

দেখিয়ে বাবু গোছের লোকদের গ্রাম থেকে সরিয়ে মাঠে নিয়ে গিয়ে ভয় দেখিয়ে সব কেড়ে নিচ্ছে।

সুরেশ। ভায়া কি কোনদিন খপ্পরে পোড়েছিলে নাকি? দেখা হওয়া মাত্রই তো দাতা কর্ণের মতন টপ টপ কোরে দু'টো পয়সা দিয়ে বিদায় কোরলে। বলি, ইরাণী গোলাপের কাঁটা গায়ে কোনদিন বিঁধেছে নাকি?

মহিম। দাদা, সাবধানের বিনাশ নেই। দুর্জ্জন থেকে দূরে থাকাই ভালো। সন্ধ্যা হ'লো, চলো ক্লাবে যাবে না?

সুরেশ। হ্যাঁ বাড়ী থেকে মুখ হাত ধুয়ে যাচ্ছি, চল।

উভয়ের প্রস্থান

নরেশ। কি সর্ব্বনাশ! ওতো মহিম, সুরেশবাবু—সন্ধ্যার অন্ধকারে আমায় চিন্‌তে পারলে না! ব্যাপার যতদূর এগিয়েছে দেখছি তাতে এর পর পরিচয় দিতে গেলে ভাওয়াল সন্ন্যাসীর দ্বিতীয় সংস্করণ হবে। এ কি ভুল! ভাল কোরে সব ব্যাপারটার সন্ধান নিতে হ'চ্ছে।

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

মহীতোষের বাড়ীর ভিতরের উঠান। রোয়াকে বসিয়া কণিকা
তরকারী কুটিতেছিল, এমন সময় রমাকান্ত
প্রবেশ করিল। সন্ধ্যার মুখ

রমাকান্ত। দিদি, আরও শতখানেক টাকা চাই। কালকের জন্যে উকিল বাবুদের ফি দিতে হবে।

কণিকা। টাকা যা চাই দিচ্ছি, কিন্তু বাবা যাতে খালাস পান তার ব্যবস্থা তুমি কর রমাকান্ত দা। এ বিপদে তুমিই আমার একমাত্র সহায়।

রমাকান্ত। চেষ্টা তো যথাসাধ্য করা হ'চ্ছে, তবে উকিলরা বোলছেন—S. D. O. বোধহয় সেসনে পাঠাবেন। খুনের চার্জ্জ কিনা, নিজের দায়িত্বে খালাস দেবেন না। আসল বিচার জজ্-কোর্টেই হবে। টাকাটা দাও দিদি, সন্ধ্যে হোয়ে এলো—আমাকে আবার উকিল বাড়ী যেতে হবে।

কণিকা উঠিয়া গিয়া ভিতর হইতে টাকা আনিয়া দিল, এমন সময়
বাহিরে নরেশের গান শোনা গেল

কণিকা। (চমকাইয়া) ও কে গায় ?

রমাকান্ত। (দেখিয়া) ও একটা ভিখিরী সন্ন্যাসী।

গান গাহিতে গাহিতে ছদ্মবেশী নরেশের প্রবেশ। তাহার মুখে কৃত্রিম
গোঁপ ও দাড়ি, মাথায় পরচুলা, গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা
হাতে একতারা, কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি

রমাকান্ত। আমি যাই দিদি, ওদিকে আবার দেরী হোয়ে যাবে।

প্রস্থান

নরেশের গীত

আজু কেনে ধনি এমন দেখি।
সঘনে মুদসি অরুণ আঁখি॥
সঘনে গগনে গণিছ তারা।
কোন অপঘাত হয়েছে পারা॥
অধর অরুণ মলিন বদনে।
বচন বিরস বোলসি ঘনে॥
যদি না কহ লোকের লাজে।
মরমী জনার মরমে বাজে॥
আমরা তোমার নহি ত পর।
আমারে কহিতে কিসের ডর॥
চণ্ডীদাস কহে গুপত জানি।
আমারে বেকত করহ ধনি॥

কণিকা। (স্বগতঃ) এ কি? কি আশ্চর্য্য কণ্ঠের সাদৃশ্য! ভগবান! এত দুঃখ দিয়েও কি তোমার তৃপ্তি হোল না? তাই দুঃখের জ্বালা বাড়াতে এই নূতন উৎপাৎ। (প্রকাশ্যে) এই ভর সন্ধ্যায় গৃহস্থবাড়ীতে ভিক্ষে ক'রতে এসেছেন, আপনি কেমন সন্ন্যাসী?

নরেশ। পেটের জ্বালা কি সন্ধ্যা মানে? আজ সন্ধ্যাতেই এ সহরে এসে প্রথমে তোমার বাড়ীতেই ভিক্ষে চাইতে এসেছি। সন্ন্যাসীকে ভিক্ষে দেবে না? আহা—তোমার মুখখানা এমন শুকনো কেন গা?

কণিকা। আপনার বাড়ী কোথায়? দেশ শুদ্ধ লোক জানে আমি কত দুর্ভাগা। আপনি আবার তা জিজ্ঞাসা কোরছেন কেন?

নরেশ। আমি তো এ যায়গার লোক নই, মাত্র আজ এখানে এসেছি। সন্ন্যাসী মানুষ পাঁচ যায়গায় ঘুরে বেড়াই আর ভিক্ষের সঙ্গে একটু আধটু জ্যোতিষ চর্চ্চা করি।

কণিকা। (আগ্রহে) আপনি জ্যোতিষী? (হাত আগাইয়া দিয়া) ব'ল্‌তে পারেন আমার হাত দেখে আমার অদৃষ্ট? দেখি আপনার জ্যোতিষ শাস্ত্র কি রকম!

নরেশ। শাস্ত্র কি কখনও মিথ্যে হয়? এ অপূর্ব্ব হিন্দুশাস্ত্র কতকগুলো ভণ্ড বাজে লোকের হাতে পোড়ে তার মান মর্য্যাদা হারিয়েছে, তাই বোলে কি শাস্ত্র মিথ্যা? দেখি তোমার হাত। (হাত দেখিয়া) সত্যই তুমি দুর্ভাগা। কিন্তু…দেখি দেখি,…না দুর্ভাগ্যের সময় ত আর বেশীদিন নেই।

কণিকা। (হাত টানিয়া লইয়া) আপনার মাথা আর মুণ্ডু, ভণ্ড কোথাকার। একমুঠো চাল নিয়ে বিদেয় হন। সন্ধ্যার এই অল্প আলোতে হাত দেখে দুটো মনগড়া কথা বোলে খুসী কোরতে চান!

নরেশ। আহা রাগ কর কেন, ভাল কোরে দেখ্‌তে দাও।

কণিকা। দেখ্‌বেন আর কি? আমার যা গেছে তা আর ফেরবার নয়, যা যাবে তাও আর ফির্‌বে না।

নরেশ। ভাগ্য খারাপ হ'লে পোড়া শোলমাছও বেঁচে পালায়—আর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোলে ধূলোও সোণা হয়। নিয়তির চক্র ঘুরছে, জীবনে কি সারা জীবন কেউ শুধু দুঃখই পায়? তাহ'লে মানুষ যে পাগল হোয়ে যেতো।

কণিকা। (অর্দ্ধস্বগতঃভাবে) পাগল হোলেও তো বাঁচতাম।

নরেশ। দেখি দেখি হাতখানা। (হাত দেখিয়া) তোমার যা গেছে সব ফিরে পাবে। এমন সুন্দর ভাগ্য রেখা যার সে কি কখনও দুর্ভাগা হোতে পারে? তোমার শনির দশা শীঘ্রই শেষ হবে। ভগবানকে দোষ দিচ্ছ কেন—দোষ তোমার নিজের। নিজের কর্ম্ম দোষের ফলে এই শাস্তি ভোগ কোরছ।

কণিকা। (সবিস্ময়ে) আমার কর্ম্মদোষ? আমি জ্ঞানতঃ জীবনে কোন গুরুতর অপরাধ ত করিনি।

নরেশ। কোরেছ বৈকি। (চিন্তার ভাণ করিয়া) আচ্ছা, তুমি কি ছেলেবেলায় কাউকে ভালবাসতে?

কণিকা। (হাত টানিয়া লইয়া) জানি না যান্।

নরেশ। জ্যোতিষী কি শুধুই অতীত, ভবিষ্যৎ ঘটনাই বোলে দেয় ভাব। মনের অলিগলির সব খবরই সে রাখতে পারে।

কণিকা। তবে আমাকে জিজ্ঞাসা কোরছেন কেন? যা বুঝতে পেরেছেন বলুন না দেখি।

নরেশ। (হাত দেখিতে দেখিতে) তুমি একজনকে ভালবাস্তে, সেও তোমাকে ভালবাস্তো। খুব বেশীই ভালবাস্তো। তোমার প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারেই সে তোমাকে ভালবাস্তে সাহস করে। শেষে যখন সে গভীর ভাবে তোমায় ভালোবাস্লো এবং তোমাকে একদিন সে বিয়ের প্রস্তাব ক'রলে তুমি কঠোর ভাবে তাকে তিরস্কার কোরে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দাও। সে মনের দুঃখে হতাশ প্রেমে দেশত্যাগী হয়। একটা লোকের জীবনের স্বপ্ন, আশা, আকাঙ্ক্ষা এমনি কোরে নির্ম্মম ভাবে ভেঙ্গে দেওয়ায় কি কোন পাপ নেই মনে করো?

কণিকা। ঠাকুর, ঠাকুর! একি আপনি আমার হাত দেখে ব'লছেন্—না সহরের লোকে আমার সম্বন্ধে যে হীন কলঙ্ক রটিয়ে বেড়াচ্ছে তাই শুনে ব'লছেন?

নরেশ। ব'লেছি তো, আমি মাত্র আজ একটু আগে এখানে এসেছি। (হাত দেখিয়া) কি সর্ব্বনাশ, তোমার বাবা রাজদ্বারে হীন অভিযোগে অভিযুক্ত—হয়তো,—হয়তো, হয়তো বা প্রাণহানি!

কণিকা। এ্যাঁ! বাবা—ওঃ বাবা গো—(হাত দিয়া মুখ ঢাকিল)

নরেশ। থাম, থাম—ভাল কোরো দেখতে দাও (হাত

টানিয়া লইয়া দেখিয়া) না, না হয়তো মুক্ত হবেন, হ্যাঁ খুব সম্ভব তিনি মুক্ত হবেন। দেখ, তোমারই কর্ম্ম দোষে তোমার প্রেমিকের জীবন নষ্ট হোয়ে গেছে, তার পরিবারবর্গ পথে বোসেছে, তাই তোমার এই শাস্তি।

কণিকা। বলুন, বলুন ঠাকুর, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি ?

নরেশ। তা হ'লে তোমার মনের সব কথা আমায় বোলতে হবে। জ্যোতিষের ক্ষমতা অসীম হোলেও, আমার জ্ঞান তো সীমা বদ্ধ। তাই যা জিজ্ঞাসা কোর্‌বো, যদি অসংকোচে বল, তবে হয়তো এর একটা দৈব প্রতিবিধান করা সম্ভব হোতে পারে।

কণিকা। কি জানতে চান বলুন ঠাকুর—আপনি যখন সব কথাই জেনেছেন, তখন বোল্‌তে আর লজ্জা কি ! বলুন কি জান্‌তে চান্‌ ?

নরেশ। তুমি কি সত্যিই তাকে ভালবাস্‌তে না ? তোমার সেই প্রেমে কি নিষ্ঠা ছিল না, সে কি মিথ্যা ?

কণিকা। মিথ্যা নয় ঠাকুর, মিথ্যা নয়। সেই আমার প্রথম ও শেষ ভালবাসা। তারপর আর কাউকে আমি ভালবাসিনি, ভালবাস্‌তে পারিনি, আজও তাই আমি কুমারী। বাবা কত ভাল ভাল সম্বন্ধ এনেছিলেন কিন্তু আর কাউকে আমি বিয়ে কোর্‌তে বা ভালবাস্‌তে পারবো না, এ কথা আমি স্পষ্ট কোরেই বাবাকে জানিয়ে দিয়েছি। আমারই কথায় সে দেশ ছেড়ে চোলে গেল ; তার জীবনটা নষ্ট কোরে দিয়ে আমি কি সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকর্ণা কোরতে পারি ? কিন্তু হায়—তবুও সেই আমার পাপই ত হোলো।

নরেশ। এতই যদি তাকে ভালবাস্‌তে তবে তাকে তুমি নিজে তাড়িয়ে দিয়েছিলে কেন ?

কণিকা। আমার সংস্কার, আমার লজ্জা, আমার বংশমর্য্যাদা, পিতার সম্মান, তাঁর প্রতি ভালবাসা তার প্রস্তাবে রাজী হ'তে বাধা দিয়েছিল। সেও আমায় অত্যন্ত কটু বলে, ঝোঁকের মাথায় তাই আমি তাকে তিরস্কার করি। কিন্তু তারও তো বোঝা উচিত ছিল, যে সেইটাই আমার মনের কথা নয়।

নরেশ। কি কোরে বুঝবে বলো—সে তো অন্তর্য্যামী নয়। আর প্রেম এবং প্রেমিক যে অন্ধ। তাদের কি বিচার বুদ্ধির শক্তি থাকে।

কণিকা। সে যদি এমনি কোরে পালিয়ে না যেতো, তাহ'লে আজ দুটো সংসারই এমনি কোরে নষ্ট হোয়ে যেত না। বাবা যখন বুঝতে পেরেছিলেন যে নরেশের জন্যই আমি আর কাউকে বিয়ে কোরবোনা, তখন মাত্র কয়েকদিন আগে, তিনি তার সঙ্গেই বিয়ে দিতে সঙ্কল্প কোরেছিলেন। তাই তার দাদার সঙ্গে শত্রুতা সত্ত্বেও তিনি নরেশের দাদার কাছে সে কবে আস্‌বে তিনি জানেন কিনা জান্‌তে লোক পাঠান, কিন্তু হঠাৎ নিয়তির নির্ম্মম চক্রে সব গোলমাল হোয়ে গেল। আমার আশা-কলি এক দমকা হাওয়ায় মাটীতে ঝোরে শুকিয়ে গেল।

হাতে মুখ গুঁজিয়া কণিকা কাঁদিতে লাগিল

(নেপথ্যে রমাকান্ত) দিদিমণি আছ ?

কণিকা। (চোখ মুছিয়া) এই যে আসুন রমাকান্ত দা—

রমাকান্তের প্রবেশ

রমাকান্ত। দিদিমণি, বাবু নেই তাই তোমাকে একটা জরুরী খবর দিতে আবার ফিরে এলাম। ইরাণীর দলকে কর্ত্তাবাবু পনর দিন ডাঙ্গায় বাস করবার হুকুম দিয়েছিলেন, কিন্তু পনর দিনের জায়গায় ত প্রায় তিনমাস হোয়ে গেল, বাবুর বিপদের সুযোগে তারা আর নড়্তে চাইছে না, উল্টো সুযোগ বুঝে আমাদের এবং প্রজাদের গাছপালা বেশী তছনছ ক'রছে। আজ লোক পাঠিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে উঠে যেতে বোলেছিলাম ; তাতে জবাব দিয়েছে, উঠে তো তারা যাবেই না, উল্টে তাদের সর্দ্দারের অপমানের শোধ তারা নেবেই। বাবু নেই, বড় ভাবনায় পড়েছি দিদিমণি।

কণিকা। আপনি বরং থানায় খবর দিন রমাকান্ত দা।

রমাকান্তর প্রস্থান

নরেশ। যদি কিছু মনে না কর, তবে তোমার উপকারের জন্য একটা কথা বলি।

কণিকা। বলুন !

নরেশ। তোমার বার বাড়ীতে যদি আমাকে থাকতে একটু যায়গা দাও তা হোলে ভাল হয়। আমি তিন রাত্রি তোমার ও তোমার বাবার মঙ্গলের জন্য যজ্ঞ ক'রবো—আশা করি দৈব অনুকূল হোলে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে। ভুল কোর না—তোমার কাছে টাকা পয়সা কিছু চাই না, আমি ব্যবসাদার সন্ন্যাসী নই, তোমার অবস্থা শুনে আমার বড় কষ্ট হোয়েছে, তাই তোমাদের মঙ্গলের জন্য

যজ্ঞ ক'রতে চাই। শুধু একটু যায়গা পেলেই হবে, একটু নির্জ্জন হোলেই ভাল হয়, বাইরের লোকজন যেন বিরক্ত না করে।

কণিকা। বেশ তো বাইরের বৈঠকখানায় একটা ঘরে আপনি থাকবেন, বাবা চোলে যাবার পর ও বাড়ীতে তো কেউ যায়না, পোড়েই আছে।

নরেশ। আচ্ছা, তবে এখন আসি। একটু পরে এসে ওখানে উঠ্‌বো। ঘরটা খুলে রাখতে বোলো, আমার কোন তৈজস্ পত্রের দরকার নেই।

কণিকা। ঠাকুর আমার ওপর যদি এত দয়া, তবে দয়া কোরে যজ্ঞের জিনিসপত্রের দাম নিতে হবে।

নরেশ। আচ্ছা, যজ্ঞের ফল যদি পাও, তখন দাম দিও; এখন আসি— (প্রস্থানোদ্যত)

কণিকা। ওকি, ভিক্ষে না নিয়ে চোল্লেন কোথায়? দাঁড়ান ভিক্ষে আনি।

কণিকা ভিক্ষা আনিতে ভিতরে গেল

নরেশ। কি একটা বিরাট ভুলের মধ্যে দিয়েই দুটি পরিবারের জীবন ধারা বোয়ে চোলেছে। কণিকা সেদিনও আমায় ভাল-বাস্‌তো, আজও বাসে, অথচ আমি কি ভুলই কোরেছিলাম। এই খুনের মাঝেও কি একটা ভুল নিশ্চয়ই আছে। ওর বাবাকে উদ্ধারের ব্যবস্থা কোরতে হবে, এখনতো কণিকা একরকম অরক্ষিতা। তার ওপর ইরাণীদের হুমকী বড় ভয় ধরিয়ে দিলে যে।

ভিক্ষা লইয়া কণিকার প্রবেশ

কণিকা। এই নিন্।

নরেশ। (ভিক্ষা লইয়া) জয় হোক।

পঞ্চুর প্রবেশ

পঞ্চু। দিদিমণি, দীপেনবাবু একবার দেখা কোর‍্তে চান্।

কণিকা। দীপেন বাবু! কি দরকার?

পঞ্চু। তা তো জানি না, বোল্লেন বিশেষ দরকার।

কণিকা। এই সন্ধ্যের সময় কি দরকার! আচ্ছা ডাকো।

পঞ্চুর প্রস্থান

নরেশ। আমি আসি এখন।

নরেশের প্রস্থান

দীপেনের প্রবেশ

কণিকা। (অপ্রসন্ন ভাবে) কি মনে ক'রে?

দীপেন। আজ কোর্টে গিয়েছিলুম, তোমার বাবার কেস্‌টা শুন্‌তে। তাই ভাবলাম তোমাকে একবার দেখে যাই, আর খবরটা দিয়ে যাই। হাকিমের যা ভাব গতিক তাতে মনে হয় তিনি দোষী সাব্যস্ত কোরে সেসনে পাঠাবেন। জজকোর্টেও যে খালাস পাবেন তা মনে হয় না।

কণিকা। (কঠিনভাবে) জানি, আপনি যেতে পারেন।

দীপেন। কিন্তু এখনও তোমার বাবাকে হয়তো বাঁচান যেতে পারে, যদি তুমি একটা কাজ কর।

কণিকা। কি?

দীপেন। কাজটা এমন কিছু কঠিন নয়, তবে কথা হ'চ্ছে তুমি তা কোরবে কি না?

কণিকা। খোলসা কোরে কথাটা বোল্‌লে, বাধিত হব।

দীপেন। কথাটা আমি তো কতবারই তোমায় বোলেছি, শেষে আমার বাবা একবার তোমার বাবার কাছেও কথাটা পেড়েছিলেন। তাঁরও মত ছিল, শুধু তোমার অমতের জন্যই হয়নি।

কণিকা। (বিরক্ত ভাবে) আমায় মাপ কোরবেন দীপেন-বাবু। আমার কাজ আছে, আপনি দয়া কোরে বাড়ী যান্।

দীপেন। আচ্ছা কণিকা, তুমি কেন রাজী হবেনা? বিয়েতো তোমাকে একদিন কোরতেই হবে; বিশেষ যার জন্য এতদিন তোমার অমত ছিল, সেই নরেশ যখন আর বেঁচে নেই, তখন কার আশায় তুমি আর কুমারী থাক্‌বে?

কণিকা। কিন্তু আপনাকে যে বিয়ে কোর্‌তে হবে তার কি মানে আছে?

দীপেন। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি কণিকা, তুমি আমায় বিয়ে কোর্‌লে আমি তোমার বাবাকে বাঁচিয়ে দেবো।

কণিকা। হাকিম্ কি আপনার হুকুমের চাকর?

দীপেন। ঠিক তা নয়, তবে—তিনি সাক্ষী প্রমাণের ওপর

নির্ভর কোরেই তো বিচার কোর্‌বেন। তুমি যদি আমায় বিয়ে করো, তবে বাবা আমার অনুরোধে সাক্ষী প্রমাণ গোলমাল কোরে দিতে পারেন।

কণিকা। আপনি নিশ্চয়ই জানেন তিনি তা কোর্‌বেন? তাঁর মত লোক এ কাজ কোর্‌তে পারেন এ কথা কেউ বিশ্বাস কোর্‌বে না।

দীপেন। সে ভার আমার। আমার বাবা জেলার পুলিশ সাহেব—আমি তাঁর একমাত্র ছেলে—আমার অনুরোধে, আত্মীয়তার খাতিরেও তোমার এই উপকার তিনি নিশ্চয়ই কোর্‌বেন।

কণিকা। আচ্ছা, উপকারটুকু আগেই করুন না।

দীপেন। ঈস্‌—তারপর যদি তুমি আর বিয়ে না কর।

কণিকা। আমার ওপর যদি এইটুকু বিশ্বাস না রাখ্‌তে পারেন, আমিই বা আপনার কথায় বিশ্বাস কোরে—বাবার মৃত্যু শিয়রে কোরে বাসর শয্যার আয়োজন করি কি কোরে বলুন?

দীপেন। ও সব তর্ক রাখ। ভাল কোরে ভেবে দেখ—এখন যদি ভালয় ভালয় বিয়ে না কর তবে একদিন বাধ্য হোয়ে ক'রতে হবে।

কণিকা। কেন, আপনার ভয়ে নাকি? আপনি পুলিশ সাহেবের ছেলে বোলে আপনার বাবার আরদালিকে শাসন কোর্‌তে পারেন। একজন ভদ্রমহিলাকে তার বাড়ীতে সন্ধ্যার অন্ধকারে ধম্‌কাবার কোন অধিকার আপনার নেই।

দীপেন। তোমার বাবা তো এখন হাজতে, আজ বাদে কাল তাঁর ফাঁসী হ'বে, তখন কে তোমাকে দেখ্‌বে?

কণিকা। আপনি নয় সেটা নিশ্চিত। যে ঘুষ দিয়ে আমার দেহ ভোগ কোরতে চায় তেমন লম্পটের সঙ্গে কথা কইতেও আমি ঘৃণা বোধ করি। আপনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান্।

দীপেন। কি, তুমি আমায় অপমান কোরে তাড়িয়ে দিচ্ছ ?

কণিকা। সেটা কি এখনও বুঝতে পারেন নি—পঞ্চুকে ডেকে কাণ নাক মলে গলা ধাক্কা দিলে তবে কি বুঝবেন ?

দীপেন। বটে ! এত দম্ভ ? আচ্ছা, আমি চল্লাম, কিন্তু যাবার আগে বোলে যাই—তোমাকে আমার চাই-ই—

কণিকা। সেটা এ জন্মে নয়। আপনার মত লোভী কামুক কুকুরের ছায়াও আমি মাড়াইনা। এর পর ফের যদি কোন ছলে এ বাড়ীতে ঢোক্‌বার চেষ্টা করেন তবে কুকুরের যোগ্য হাণ্টারই পাবেন—তা জেনে রাখুন।

দীপেন। (সক্রোধে) আচ্ছা দেখা যাবে—।

দীপেনের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

মহীতোষবাবুর ভিতর বাড়ীর উঠান। সামনে কণিকার শুইবার ঘরের বন্ধ দরজা। বাহিরে দূরে পেটা ঘড়িতে দুইটা বাজিল।
পঞ্চু পা টিপিয়া উঠানে ঢুকিল

পঞ্চু। রাত্রি দুটোতো বাজ্‌লো। দীপেনবাবুর আসবার সময় হোয়েছে। দরজাটা খুলে দিইগে। পঞ্চাশ টাকা তো ট্যাঁকে গুঁজেছি, কাজ হাঁসিল কোর্‌তে পার্‌লে আরও দু'শো টাকা দেবে বোলেছে।···কিন্তু কাজটা ভাল হ'চ্ছে না। হাজার হোক মনিব তো বটে!···ধুত্তোর, ভারি তো তিন মাসের চাকরী, মাসে পাঁচ টাকা মাইনে।—আর এ একচোটে আড়াইশো টাকা—! কিন্তু আগে বাকী দু'শো টাকা নিয়ে নিতে হবে। কাজ ফুরোলে তেলি হাত পিছলে গেলি। যাই সদর দরজাটা খুলে রেখে আসি।

পঞ্চু প্রস্থান করিল ও বাহিরের দরজা খুলিয়া দিয়া পুনরায় আসিয়া একটা বিড়ি ধরাইল

পঞ্চু। ঈস্‌, একচোটে আড়াইশো টাকা। পৌটনের মায়ের হার আর খাড়ু জোড়াটা ছাড়িয়ে আরও নতুন গয়না গড়িয়ে দেবো। নাঃ তাতে টাকাটা থেকে আয় তো কিছু হবে না, অবশ্য ধারের সুদটা বন্ধ হবে। নাঃ তার চাইতে জমি কিন্‌বো, অন্ততঃ পাঁচ বিঘে জমি হবে। (চিন্তা করিয়া) নাঃ জমিতে হাজা-শুকো আছে,

খাজনা আছে। ব্যাবসা কোর্‌বো—মুরগীর ব্যাবসা কোর্‌বো, একটা মুরগী বছরে অন্ততঃ আড়াইশোটা ডিম দেবে, আড়াইশোটা বাচ্চা এক বছরে,...আড়াইশো টাকায় অন্ততঃ সাড়ে সাতশো মুরগী পাওয়া যাবে, এক বছরে সাড়ে সাতশো মুরগীর এক একটায় আড়াইশো বাচ্চা—ওঃ আমায় পায় কে !

অন্ধকারে সর্ব্বাঙ্গ কালো কাপড়ে ঢাকিয়া দীপেন সন্তর্পণে ঢুকিয়া
পিছন হইতে পঞ্চুর পিঠে হাত দিতেই পঞ্চু "কে"র রেশ
টানিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল "এ-এ-এ"

দীপেন। চুপ চুপ। আমি দীপেনবাবু।

পঞ্চু। (আশ্বস্ত হইয়া) ও, আপনি !

দীপেন। (নিম্নস্বরে) পঞ্চু—কণিকা ঘুমিয়েছে তো ? দরজাটাত খুলেই রেখেছ দেখ্‌ছি।

পঞ্চু। ঘড়িতে দুটোর ঘণ্টা বাজতেই দরজা খুলে আপনার জন্যে অপেক্ষা ক'র্‌ছি। দিদিমণি ঘুমিয়েছেন। কিন্তু কি কোরে তাকে নিয়ে যাবেন ? সদর দরজা আমি খুলে রেখেছি কিন্তু দিদিমণির শোবার ঘরের দরজা খুলবেন্ কি কোরে ?

দীপেন। সে ব্যবস্থা আমি ক'রেছি, আমার সঙ্গে লোক আছে।

পঞ্চু। দেখুন্, আমার বাকী টাকাটা দিয়ে দিলে ভাল হোত। গরীব লোক—

দীপেন। আরে সে হবে'খন্ ! টাকার জন্য ভাবনা কি ? আমি তো আর পালিয়ে যাচ্ছি না।

পঞ্চু। আজ্ঞে, দেখুন। সত্যি কথা ব'লতে কি, কাজটা তো ভাল নয়। শুধু টাকার লোভেই ক'র্ছি, বিপদটা কত তা তো বুঝ্তে পারছেন?

দীপেন। কিসের বিপদ? আমি পুলিশ সাহেবের ছেলে, কাজেই এ নিয়ে আমার বা তোমার কোন বিপদ আস্বে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

পঞ্চু। আজ্ঞে সেই সাহসেই তো আপনার কথায় রাজী হোয়েছি। অন্য কেউ বোল্লে কি এ কাজ কোর্তে পারতাম। তবে বাকী টাকাটা দিয়েই দিন্।

দীপেন। দেখ পঞ্চু, কাজ হাঁসিল কোরে খুসী কোরে বখসিস্ নিও। মোচড় দিয়ে টাকা আদায়ের চেষ্টা কোরনা, পাবে না। দীপেন রায় কারোর ভয়ে কিছু দেয় না।

পঞ্চু। আজ্ঞে, আমার যা করবার কথা ছিল তা ত ক'রেছি। দরজা খুলে দিয়েছি, কাজেই খুসী হোয়েই বখসিস্ করুন না। এই গভীর রাত্রে, আমাদের বাড়ীর উঠানে যদি একটা গণ্ডগোল হয়, তা হ'লে পুলিশ সাহেবের ছেলে বোলেও আপনি রেহাই পাবেন না, তাই বলি ভয়ে নয় খুসী হোয়েই বখসিস করুন।

পকেট হইতে নোটের তাড়া বাহির করিয়া

দীপেন। আচ্ছা এই নাও। (স্বগতঃ) উঃ ঘুঘু শয়তান্!

পঞ্চু। (টাকা পাইয়া নমস্কার করিয়া) একটু অপেক্ষা করুন।

আমি আমার ঘরে গিয়ে খিল দিয়ে শুয়ে পড়ি। কি জানি গোলমালে জেগে উঠে কেউ যদি দেখতে পায়।

পঙ্কুর প্রস্থান

দীপেন। (স্বগতঃ) আমায় কুকুরের মত হাণ্টার মেরে তাড়িয়ে দেবে—না?—হাঃ—হাঃ—হাঃ। আমায় চিনতে ভুল কোরেছিলে কণিকা। আমি লোভী বটে—কিন্তু কুকুর নই। রক্ত মাংস লোভী বাঘ।

দীপেন শিস্ দিয়া সঙ্কেত করিতে দুইজন ইরাণী গুণ্ডার প্রবেশ

দীপেন। খুব হুঁসিয়ার। আগে তোমরা গায়ে হাত দিও না, তবে যদি চেঁচায় কি বেশী গোলমাল করে তবে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে তুলে নিয়ে যাবে।

ইরাণী গুণ্ডা। বহুত আচ্ছা।

দীপেন। রাস্তার ওদিকে মোটর ঠিক আছে?

ইরাণী গুণ্ডা। জি হুজুর।

দীপেন। সোজা নিয়ে গিয়ে রাজনগরের সেই মাঠের বাগান বাড়ীতে উঠ্‌বে। আর আমি না পৌছন পর্য্যন্ত কড়া পাহারা দেবে। আমি দু'তিন দিন পরে যাবো—এখন গেলে হয়তো আমার ওপর সন্দেহ হোতে পারে।

ইরাণী গুণ্ডা। জী হুজুর।

গুণ্ডাদ্বয়ের প্রস্থান

কণিকার ঘরের দরজা খুলিবার শব্দ হইতেই দীপেন অন্তরালে সরিয়া গেল

কণিকার প্রবেশ

কণিকা। এখানে কার যেন গলার আওয়াজ পেলাম। এত রাত্রে এখানে কে কথা কইবে? পঞ্চু, পঞ্চু, ঝি।

দীপেন ক্ষিপ্রগতিতে প্রবেশ করিয়া কণিকার হাত ধরিল

দীপেন। খোদা যব দেতা ছপ্পর ফুঁড়কে দেতা। একেই বলে কপাল।

কণিকা। কে? কে? পঞ্চু—পঞ্চু—দারোয়ান, দারোয়ান।

দীপেন। চীৎকার কোরে গলা ফাটালেও পঞ্চুকে পাবে না।

কণিকা। (সবিস্ময়ে) কে দীপেনবাবু! আপনি, ছিঃ দীপেনবাবু আপনার একি ব্যবহার? রাত্রে চোরের মত বাড়ীতে ঢুকেছেন? হাত ছাড়ুন—হাত ছাড়ুন—

ঝাঁকানী দিয়া হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল

দীপেন। তোমারি প্রেমের জ্বালায় চোর হোয়েছি, হাঃ—হাঃ—হাঃ—

কণিকা। (ঝাঁকী দিয়া হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া) ছাড়ুন। বাড়ী যান। মনে রাখবেন, কাল সকালের সঙ্গেই রাত্রের এ অন্ধকার থাকবেনা—তখন ভদ্র সমাজে আবার আপনাকে মুখ দেখাতে হবে।

দীপেন। তুমি যাতে আর ভদ্র সমাজে মুখ দেখাতে না পার আমি তারই ব্যবস্থা ক'রছি—হাঃ-হাঃ-হাঃ। আমাকে বিয়ে

ক'রলে তবে সে পোড়ামুখ লোক্‌কে দেখাতে পার্‌বে, নইলে দিনের আলোতে আর ও মুখখানি বার কোর্‌তে পারবে না—চল্‌।

লইয়া যাইবার চেষ্টা করিল

কণিকা। (হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া) দীপেনবাবু ছাড়ুন, ছাড়ুন আপনার পায়ে পড়ি।

দীপেনের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল

আমার এত বড় সর্ব্বনাশ আপনি কোরবেন না। আপনি ভদ্র সন্তান, একজন ভদ্র কুমারীর এত বড় অনিষ্ট আপনার মত সম্ভ্রান্ত লোকের করা উচিত নয়।

দীপেন। ওঃ এখন তো খুব মোলায়েম বুলি আওড়াচ্ছ। আজ তো আর কুকুর, কি হাণ্টার মনে পোড়ছেনা? চল—(টানিতে টানিতে) তোমাকে ভদ্র কুমারীর সম্মানই দিতে চেয়েছিলাম, পছন্দ হয় নি। আজ তার জন্য দুঃখ কোরলে কি হবে?

কণিকা। ছাড়্‌বেন না—ছাড়্‌বেন না? পঞ্চু, পঞ্চু, ওগো কে কোথায় আছো বাঁচাও—ডাকাত, ডাকাত, পুলিশ, পুলিশ—

কণিকা উঠিয়া দাঁড়াইল।

দীপেন তাহার মুখে রুমাল চাপা দিল ও শিস্‌ দিতেই

ইরাণী গুণ্ডাদ্বয়ের প্রবেশ

দীপেন। দেখ্‌ছো লোক সঙ্গে আছে। বেশী গোলমাল কোর্‌লে বাধ্য হোয়ে ওদের দ্বারা জোর কোরে নিয়ে যেতে হবে। ভালয় ভালয় আমার সঙ্গে চলো।

কণিকাকে জড়াইয়া ধরিয়া প্রস্থানোদ্যত এমন সময় সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে নরেশ প্রবেশ করিয়া সজোরে দীপেনের গালে চড় মারিল

নরেশ। রাস্কেল ছেড়েদে।

দীপেনের হাত শিথিল হইতেই কণিকা হাত ছাড়াইয়া পালাইয়া যাইবার চেষ্টা করিল, দীপেন কণিকাকে পুনরায় জড়াইয়া ধরিল। গুণ্ডাদের একজন নরেশের পায়ে লাঠি মারিল। নরেশ আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল এবং কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান হারাইল। মূর্চ্ছিত প্রায় কণিকাকে গুণ্ডাদের একজন লইয়া প্রস্থান করিল।

মূর্চ্ছিত নরেশ ব্যতীত সকলে চলিয়া গেল। পঞ্চু ধীরে ধীরে ঢুকিল

পঞ্চু। (স্বগতঃ) যাক্ নির্ব্বিঘ্নে কাজটা সেরেছে, এইবার পুলিশ ডাকি নইলে সন্দেহটা আমার ওপরে পোড়তে পারে। (নরেশকে দেখিয়া) আরে এ বেটা কে পোড়ে? (ভাল ভাবে দেখিয়া) আরে এ বেটা সেই সন্ন্যাসীটা! ও বেটা বুঝি বাধা দিতে এসেছিল। শালাতো অনেক কিছু জিনিস বোলে দিতে পারে। নাঃ—শালাকে জড়িয়ে দিতে হ'চ্ছে। (চীৎকার করিয়া) পাহারাওয়ালা, পুলিশ, সিপাই—ওগো কে কোথায় আছো শীগ্গী এসো গো—

পাহারাওয়ালার প্রবেশ

পাহারাওয়ালা। আরে কেয়া হুয়া? এত্তা চিল্লাতা কাহে? কেয়া হুয়া?

পঞ্চু। আর পাহারাওয়ালা সাহেব, সর্ব্বনাশ হুয়া। ডাকাতে ডাকাতি কোরে আমাদের যথাসর্ব্বস্ব দিদিমণিকে নিয়ে পালিয়েছে। আমি যথাসাধ্য বাধা দিয়েছিলাম—এক বেটাকে লাঠিও মেরেছি, ঐ দেখ শালা জখম হোয়ে পোড়ে রোয়েছে। (কাঁদিবার ভাণ করিয়া) কিন্তু শালারা আমার পিঠে লাঠি মেরে আমায় বসিয়ে দিয়ে আমার দিদিমণিকে নিয়ে পালালো। ওহো-হো-হো। শালাকে এক্ষুণি ধর পাহারাওয়ালা সাহেব। নইলে হয়তো পালাবে।

পাহারওয়ালা। হাঁ, এইসি বাত্? উঠ্ শালা ডাকু, উঠ্—

রুলের গুঁতা মারিল

নরেশ। (যন্ত্রণায় কাতরকণ্ঠে) আঃ, আমি নই, আমি নই, যারা ডাকাতি কোরেছে তারা পালিয়ে গেছে।

পাহারওয়ালা। তব্ তুম্ কেঁও হিঁয়া জখম হোকে গিরা হ্যায়? আভিতো সব্ শালা বোলেগা হাম্ নেহি হ্যায়—উঠ্ শালা ডাকু।

হাটুর গুঁতা মারিল

পঞ্চু। হুঁ, এখন তো ব'লবেই আমি নই—হাতে দই মুখে দই তবু বলে কৈ কৈ। মার খেয়ে মাটিতে পোড়ে, তবু বলে আমি নই। শালা বদ্মাস্। আবার সন্ন্যাসী সেজে এসেছে।

পাহারাওয়ালা। আরে শালা উঠ্।

চুল ধরিয়া টানিতেই চুল খুলিয়া আসিল

আরে শালা ঝুটা চুল পিন্‌কে ডাকাতি করনে আয়া, আউর বোল্‌তা হাম নেহি, উঠ্ শালা উঠ্।

দাড়ি ধরিয়া টানিতে দাড়ি খসিয়া আসিল

শালা আস্‌লি ডাকু—চল্ থানামে।

আহত নরেশকে ধাক্কা দিতে দিতে লইয়া গেল।
পঙ্কুও পিছন পিছন গেল

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—জেল হাজত

মহীতোষবাবু একটা তক্তায় বসিয়া উইল লিখিতেছিলেন। তাঁহার মুখে অযত্নবর্দ্ধিত গোঁপ দাড়ী, পরণে কাপড় জামা।
ইউনিফর্ম্ম পরিহিত পুলিশসাহেব
মিঃ অমল রায়ের প্রবেশ

অমল। কি ক'র্‌ছেন মহীতোষবাবু ?

মহীতোষ। উইলটা শেষ ক'রলাম।

বলিতে বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সম্মান দেখাইলেন

অমল। আপনি কোর্টের রায় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ নাকি ? একেবারে উইলের ব্যবস্থা !

মহীতোষ। আমার গোণা দিন—মানুষে না কমিয়ে দিলেও ভগবান তো আর বেশী দিন বাঁচ্‌তে দেবেন না, তাই উইলে সব ব্যবস্থা কোরে গেলাম।

অমল। কি ব্যবস্থা কোর্‌লেন ? উইল না কোরলেও তো আপনার মেয়েই সব পেতো, তাকে ছাড়া আর কাউকে কিছু দিলেন নাকি ?

মহীতোষ। হ্যাঁ, একটা স্কুল তৈরীর জন্য তিরিশ হাজার টাকা আর একটা ডাক্তার খানার জন্য বিশ হাজার টাকা দান

কোরেছি আর একটা অনাথ আশ্রম স্থাপনের জন্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিলাম, বাকী কণিকাই পাবে।

অমল। (একটু ইতস্তত করিয়া) দেখুন মহীতোষবাবু, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আপনাকে জানাতে এসেছি, যে গত রাত্রে ডাকাতে আপনার কন্যাকে বাড়ী থেকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। ডাকাতদের মধ্যে মাত্র একজন ধরা পোড়েছে, কিন্তু যত রকম সম্ভব অত্যাচার কোরেও তার মুখ থেকে তাদের দলের কথা এখনও পর্য্যন্ত কিছু বার করা যায়নি।

মহীতোষ। এঁ্যা—

হাত হইতে উইল পড়িয়া গেল

আমার কণিকাকে চুরি কোরে নিয়ে গেছে ? কণিকা নেই—ওঃ ভগবান—

মাথায় হাত দিয়া বজ্রাহতের মত বসিয়া পড়িলেন

অমল। শোক কোরে কি লাভ বলুন। আমরা যথা সাধ্য চেষ্টা কোরছি তার উদ্ধারের জন্য।

মহীতোষ। শোক! নাঃ শোক আমি করিনি। মরণের পথে যে পা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কন্যা হরণে তার শোক কি ? তবে এতদিন ভগবানের ন্যায় বিচারে সন্দেহ হচ্ছিল, তাই আজ সে সন্দেহ দূর করবার জন্যেই ভগবান এই সংবাদ মৃত্যুর পূর্ব্বেই শুনিয়ে দিলেন। চমৎকার তোমার বিচার ভগবান! যাকে যা

দাওনি—জোর কোরে সে তা নিতে চাইলে থাক্‌বে কেন? বাঃ বাঃ চমৎকার প্রতিশোধ!

অমল। দেখুন, আপনার কন্যার উদ্ধারের জন্যে আপনার কাছে কতকগুলো কথা জিজ্ঞাসা কোরবো, মনে কিছু কোরবেন্ না।

মহীতোষ। বৃথা চেষ্টা, উদ্ধারের বৃথা চেষ্টা। যার জিনিস সেই নিয়েছে, যার নয় তার কাছে থাক্‌বে কেন? ওঃ—কণি—আমার কণি! এত যত্ন, এত স্নেহ, এত মায়া দিয়েও তোকে রাখ্‌তে পারলাম না মা। আমার যাবার আগেই চোলে গেলি!

অমল। মহীতোষবাবু একটু শান্ত হোয়ে আমার কথার জবাব দিন্। আমাদের বিশ্বাস এই ডাকাতির মধ্যে কোন গুপ্ত প্রেমের ব্যাপার আছে—কারণ ডাকাতরা বাড়ীর অন্য কোন জিনিস স্পর্শ করেনি, শুধু মেয়েটিকে নিয়েই পালিয়েছে। আমাদের সন্দেহ হয়, হয়তো মেয়েটিরও এ ব্যাপারে সম্মতি আছে—ডাকাতি অভিনয় মাত্র।

মহীতোষ। না, না, না—আমার কণিকা তেমন মেয়ে নয়। জীবনে সে একজনকে ভালবেসেছিল, সে গরীব বোলে স্নেহের বশে আমি তার সঙ্গে বিয়ে দিই নি। সেই থেকে মা আমার নীরবে তাকেই ধ্যান করে—আর কাউকে সে ভালবাসেনি। আপনি তো জানেন আপনার ছেলের সঙ্গে বিবাহে আমার মত থাকলেও তার মত না থাকার জন্যেই বিয়ে হয়নি। (অমলের

হাত ধরিয়া) দোহাই আপনার, এই মৃত্যু পথ যাত্রীর শেষ অনুরোধ যেমন কোরে পারেন তাকে আপনারা খুঁজে বার করুন। যদি এর মধ্যে আমার ফাঁসি হয়—আপনাকে আমার শেষ অনুরোধ, আমার এই উইল মত ব্যবস্থা আপনি কোরে দেবেন। (উইল কুড়াইয়া দিল) আর যদি পারেন—তার জ্যাঠার সন্ধান করে তাঁর হাতে অভাগিনীকে দেবেন।

অমল। তার জ্যাঠা কোথায় থাকেন ?

মহীতোষ। তার জ্যাঠা কোথায় থাকেন আমি ঠিক্ জানিনা, —খুঁজে নিতে হবে।

অমল। সে কি! আপনার দাদার ঠিকানা আপনি জানেন না ?

মহীতোষ। উঃ! যে কথা আজ পনর বছর হৃদয়ের গোপন অন্দরে সন্তর্পণে লুকিয়ে রেখেছিলাম, মরণের পথে পা বাড়িয়েও কাউকে যা বোল্‌তে পারিনি, আজ তা না বোলে উপায় নেই। অপরাধীর সত্য প্রায়শ্চিত্ত এমনি কোরেই হয়—এমনি কোরেই হয়।

অমল। আপনি বেশী অস্থির হবেন না। আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমরা কণিকার সন্ধান পেলে তার জ্যাঠার কাছে নিশ্চয় পাঠিয়ে দোব। তার জ্যাঠার ঠিকানাটা দয়া কোরে আমায় দিন্।

মহীতোষ। তার জ্যাঠা শুনেছি পুলিশে কাজ কোর্‌তেন, তবে কোথায়, কি কাজ করেন তা জানিনা।

অমল। আপনার সঙ্গে কি তাঁর বহুদিন থেকে বিবাদ বিসম্বাদ চোলেছে নাকি ?

মহীতোষ। (ম্লান হাসিয়া) হ্যাঁ বিবাদই বটে—বিবাদ বোধহয় আমিই কোরেছি। মিঃ রায়! কণিকা আমার মেয়ে নয়—সে আমার পালিতা কন্যা। বেহারে আমি যেখানে ঠিকাদারী ক'র্‌তাম—সেখানে একদিন রাত্রে আমার পাশের বাড়ীতে আগুন লেগে যায়। আগুনে দাউ দাউ কোরে যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে বাড়ীখানাকে গ্রাস কোরে ফেল্লে। নির্ম্মলবাবু ও তাঁর স্ত্রী ছুটে বাইরে বেরিয়ে আসেন, বাইরে এসে তাদের একমাত্র মেয়েকে দেখ্‌তে না পেয়ে পাগলের মত তাঁর স্ত্রী ও তিনি আগুনের মধ্যে ছুটে যান্ মেয়েটীর সন্ধানে। একটু পরেই বিধাতার নিষ্করুণ অভিশাপের মতই বাংলোর জ্বলন্ত চাল্‌টা ভেঙ্গে পড়্‌লো। আমরা বাইরে থেকে মুক আতঙ্কে বহ্নিদেবের সেই প্রচণ্ড তাণ্ডব—পঙ্গুর মত দাঁড়িয়ে দেখলাম। এত সহসা সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেল, যে ব্যাপারটা মানুষের আয়ত্বের বাইরে রাখাই যেন ভগবানের অভিপ্রায় ছিল। আগুনের গর্জ্জন ও উল্লাস যখন থাম্‌লো, তখন শোনা গেল বাড়ীর পেছনের উঠান থেকে একটি শিশুর কান্নার শব্দ। আমি ছুটে গিয়ে দেখি মেয়েটি অক্ষত শরীরে উঠানে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। সে বোধহয় পূর্ব্বেই বাড়ীর ভেতরের দরজা দিয়ে বাইরে এসেছিল। আমাকে দেখে সে কেঁদে উঠ্‌লো বাবা—বাবা।—আমি তাকে কোলে তুলে নিলাম, আর তাকে কোল থেকে নামাইনি। তখন তার বয়স বোধহয় বছর দুই মাত্র।

অমল। তার কোন আত্মীয় স্বজনকে খবর দেননি ?

মহীতোষ। শুনেছিলাম তার এক জ্যাঠা ছিলেন, কিন্তু তিনি কখনও ছাপরা যান্‌নি। নির্ম্মলবাবুও অল্পদিন সেখানে বদ্‌লি হয়ে এসেছিলেন। তা ছাড়া ঐ অগ্নিকাণ্ডের দিন দুই পর আমি কোলকাতা থেকে টেলিগ্রামে খবর পাই যে সন্তান প্রসবের পর আমার স্ত্রী বিশেষ অসুস্থ এবং নবজাত কন্যা মারা গেছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে কণিকাকে নিয়ে কোলকাতা রওনা হই। আমার স্ত্রী তার খালি কোলে ওকে তুলে নেয়। তারপর আর আমাদের কোন সন্তানাদি হয় নি—কণিকাকে নিয়েই আমার সংসার সাজিয়ে তুলেছিলাম, কিন্তু সে সাজান সংসার ঈশ্বরের কোপে বেশীদিন রইল না। ওর মা কিছুদিন পরই চোলে গেল—আমিও যাবার পথে পা বা'ড়িয়েছি, কিন্তু অকালে ঝড়ো হাওয়ায় মা আমার কোথায় গেল !

ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন

অমল। তার জ্যাঠার কোন সন্ধান নেবার চেষ্টা করেন নি ?

মহীতোষ। পাপতো সেইখানেই। স্নেহে ও স্বার্থে এত অন্ধ হোয়েছিলাম যে পাছে ছাপরায় গেলে তার আত্মীয়রা কোন খোঁজ পেয়ে আমাদের কোল থেকে ওকে কেড়ে নেয়, সেইজন্যই আমি বেহারের ব্যাবসা তুলে দিয়ে কোলকাতায় চোলে আসি। সেই স্বার্থ লোভের এই শাস্তি ! পরের জিনিস চুরি কোরেছিলাম তাই চোরে তা বাট্‌পাড়ি কোরে নিয়ে গেল। ওঃ—কণি—মা !

অমল। আচ্ছা, আপনি কণিকার বাবার নাম ব'ললেন নির্ম্মলবাবু, তিনি ছাপরায় কি কোরতেন ?

মহীতোষ। তিনি সেখানে নতুন সাব ডেপুটী হোয়ে গিয়েছিলেন।

অমল। এঁ্যা—! সাব ডেপুটী ? তার পুরো নাম জানেন ?

মহীতোষ। নির্ম্মল রায়।

অমল। নির্ম্মল রায়—সাবডেপুটী—আগুন—ছাপরায়—প্রায় পনর বছর আগে ? সে যে আমার সহোদর ভাই।

মহীতোষ। এঁ্যা বলেন কি !

অমল। সরকারী পত্রে :আমরা জান্‌তে পারি, স্বপরিবারে নির্ম্মল আগুনে পুড়ে মারা গেছে। তাই আর সেই শোকের যায়গায় আমরা যাইনি পর্য্যন্ত। কণিকা আমার ভায়ের একমাত্র মেয়ে ! নির্ম্মলের মেয়ে !

মহীতোষ। চমৎকার ! চমৎকার ! ভগবান তোমার ঘটনা সংস্থান বিচিত্র, মানুষের বোধের অতীত। আমার বহুদিন মনে হ'য়েছে, আপনি যেন আমার পরিচিত, কিন্তু কোথায় দেখেছি ঠিক কোরতে পারতাম না। আজ বুঝছি, নির্ম্মলবাবুর মুখের সঙ্গে আপনার মুখের সাদৃশ্যই এর কারণ। ভগবান ! যার জিনিস তার সন্ধান যদি এত দেরীতে দিলে তবে আমার সে রত্ন কেড়ে নিলে কেন ? গচ্ছিত রত্ন তো মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারলাম না।

অমল। মহীতোষবাবু আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমার

যথাশক্তি আমি কণিকার সন্ধান কোরবো। সে শুধু আপনার মেয়ে নয়, আমারও মেয়ে। বৃটীশ সরকারের সমস্ত পুলিশ শক্তি আমি তার সন্ধানে নিযুক্ত কোরবো। কিন্তু একটা কথা আপনাকে বোল্‌তে হবে।

মহীতোষ। বলুন।

অমল। আপনি কি সত্যই এই খুনের ব্যাপারে জড়িত ?

মহীতোষ। (ম্লান হাসিয়া) খুনী কি কখনও তার অপরাধ স্বীকার করে মিঃ রায় ? তবে আজ আমার স্বীকার কোরতে দুঃখ নেই—উঃ কণি নেই ! এর আগে যে আমার ফাঁসী হোলেও বাঁচতাম।

অমল। কিন্তু কেন, কেন, এ খুন কোরলেন ?

মহীতোষ। (অর্দ্ধোন্মত্ত ভাবে) পরের বোঝা বইতেই যে আমার জন্ম, হাঃ—হাঃ—হাঃ—। (সহসা কাঁদিয়া ফেলিয়া) কণি, কণি, মা আমার।

অমল রায় নীরবে তাঁহার পিঠে হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজনগরের বাগান বাড়ী

দীপেন ও বাড়ীর নীচজাতীরা ঝি পরী কথা কহিতেছে

দীপেন। হ্যাঁরে পরী, কণিকাকে আজ কিছু খাওয়াতে পারলি ?

পরী। আ আমার কপাল। উ কি আর আমাদের মত ছোটনোকের বিটি, যে দুদিন কান্নাকাটি কোরে আবার ঘর কোরবেক ! উয়াদের কি সাঙ্গা তালাক আছে, যে যতবার মন বর পাল্টাবে। উ শুধুই বোলছে আমার বিয়া হইছে, আমাকে জোর কোরে তোমরা কেনে ধোরে রেখেছ, ছেড়ে দাও লইলে না খেয়ে উপোস দিয়ে মরবো।

দীপেন। তাই ত পরী, মেয়েটা যে বড় ভাবিয়ে দিলে। আজ প্রায় দশদিন হোয়ে গেল, কিছুই না খেয়ে খালি ডুকরে ডুকরে কাঁদছে, শেষে হয়ত সত্যিই মরে যাবে। ঢের ঢের মেয়ে দেখেছি বাবা, এমন একজেদী বজ্জাত মেয়ে দেখিনি।

পরী। আচ্ছা নোক ত তুমি! তুমি উয়াকে আগুলে আটক কোরে রাখলে সেটি দোষ হোলো না, আর সে ভদ্দর নোকের মেয়ে তোমার কথায় নিজের ইজ্জত দিছে না বোলে বজ্জাত হোল? একেই বলে কলির ধর্ম্ম! এই দেখ দীপেনবাবু ভাল কথা বলি শোন। আমাদের মত ছোটনোকের মেয়ে লিয়ে যা কোরছ কর, কিন্তু ভদ্দরনোকের মেয়ে লিয়ে অমন খেলা কোরো না। উয়োরা জাত সাপ, উদিকে লিয়ে খেলবার মত বেদে তুমি লও। দেয় যদি ডংশিয়ে সইতে লারবে। উয়োকে ছেড়ে দাও।

দীপেন। আরে থাম তুই। আমি মরছি দুশ্চিন্তায়, উনি এলেন লেকচার দিতে। ছেড়ে দাও, খুব সোজা কথা না? তোর আর কি বোলেই খালাস! এ যে সাপের ছুঁচো গেলা হোয়েছে তা বুঝেছিস। ছেড়ে দিলেও ওর ভাল হবে না, আর আমার তোর কারু রক্ষে থাকবে না; আর ছেড়ে না দিলেও ত ও না খেয়ে চোখের সামনে শুকিয়ে মরবে, দেখতে পাচ্ছি।

পরী। তুমি একবার নিজে গিয়ে বোলে কোয়ে ভ্যাখ কেনে, যদি একটু দুধ কি অন্য কিছু ব্যাতে দেওয়াতে পারো।

দীপেন। ওরে বাবা, আমি তার কাছে যেতে পারবো না। সে এমন কোরে আমার দিকে তাকায় যে মনে হয় সত্যি ওর চোখ দিয়ে বুঝি অগুন বেরুবে।

পরী। ঈস্ এতই যদি ডর, তবে চুরি কোরে আনতে

গেইছিলে কেনে। আমার মাথা খেতে কে তোমাকে দিব্যি দিতে গেইছিল ?

দীপেন। ভুল ত সেইখানেই হোয়েছে রে পরী। পেশাদার ডাকাত ত নই, ঝোঁকের মাথায় ওকে চুরি কোরেছি, কিন্তু ভদ্র লোকের রক্ত ত রোয়েছে শরীরে। কণিকা যখন রাগ কোরে গাল দিত, তবু রেগে আমিও দুচার কথা তাকে বোলতে পারতাম। কিন্তু যখন থেকে সে আমায় গাল দেয় না, কথা বলে না, দেখলেই মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, আর তার দুইগাল বেয়ে চোখের জল পোড়তে থাকে, তখন থেকে আমি যেন নিজের কাছে বড্ড ছোট হোয়ে গেছিরে। মনে হয় ও আমাকে এত ঘৃণা করে যে কথা পর্য্যন্ত বলে না।

পরী। ওঃ, তোমার বুদ্ধি ত খুব! তুমি তাকে জোর ক'রে তার বাড়ী হোতে লুঠ কোরে আনলে, আর উ তোমাকে আদর কোরে পান্তভাত প্যাঁজ পোস্ত দিয়ে খাওয়াবে, লয় ? তোমারও ঐ এক ঢং! লুঠ কোরেই যখন আনলে, তখন ডাকাতের মত জোরই কর, তা লয় দূরে দূরে ঘুরুর ঘুরুর কোরে বেড়াবেক, আর পরীকে কোরবেক বিন্দে দূতী। ভাল কথা, মেয়েটার আজ সকাল থেকে খুব জ্বর আইচে। সকাল থেকে উঠেই নাই, আমি ভাবলাম রোজই যেমন মটকা মেরে পড়ে থাকে তেমনি বুঝি, একবাটী দুধ নিয়ে কাছে গিয়ে দেখি কি বিড়ির বিড়ির কোরছে। খানিক চুপ কোরে শুনলাম যেন ভুল বোকছে, গায়ে হাত দিয়ে দেখি একেবারে আগুন।

দীপেন। বলিস কিরে! এ বেলা কেমন আছে? এ দেখছি আবার এক নূতন ফ্যাসাদ হোল।

পরী। ই বেলা এখনও দেখি নাই। তুমি বাপু একটো ডাক্তার ফাক্তার দেখাও।

দীপেন। ডাক্তার দেখাব কিরে! এখানকার কোন ডাক্তার আনলেই ত বিপদ!

পরী। তাই বোলে বিনে চিকিচ্ছেয় অমন সোনার পিত্তিমাকে তুমি খুন কোরবে না কি? দেখ দীপেনবাবু তোমার টাকা খাই বোলে যা বোলেছ সব কোরেছি, তাই বোলে চোখের উপর অমন ডবকা মেয়েটো না খেয়ে বিনা চিকিচ্ছেয় মোরবে সে আমি হোতে দোব না। আমি তা হ'লে নিজেই ডাক্তার লিয়ে আসব।

দীপেন। তাই ডেকে আন না। তারপর ঠেলাটা দেখবি, তোকে শুদ্ধু জড়িয়ে পুলিশে চালান দেবে।

জ্বরের ঘোরে স্রস্তবসনে আলুলায়িত কেশ কণিকার প্রবেশ

কণিকা। পরী আমায় এক টাকার আফিং এনে দিতে পার? (দীপেনকে দেখিয়া) কে দীপেন ডাকাত··· !

ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া প্রস্থানোদ্যত

দীপেন। (কণিকার রাস্তা আগলাইয়া) কণিকা! তোমায় অনুরোধ কোরছি, ভাল কোরে সব ভেবে দেখ। যা হোয়েছে তা অন্যায় হোলেও আর ফেরাবার পথ নেই; এরপর তুমি আমাকে বিয়ে না কোরলে তোমার বা আমার সংসারে সহজভাবে বাঁচবার

উপায় নেই। এমন কোরে নিজের শরীরটা কেন নষ্ট কোরছ? লক্ষ্মীটী কিছু মুখে দাও

হাত ধরিতে গেল, কিন্তু কণিকা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে
আর স্পর্শ করিতে সাহস করিল না; তাহার
ভদ্র মন সঙ্কুচিত হইয়া গেল

কণিকা। ওঃ এ যে মুসলমানের মুরগী পোষা দেখছি। এ শরীরটার ওপর খুব দরদ না? এই রক্তমাংস খুব লোভনীয় না?

দীপেন। কণিকা তুমি শুধু শুধু আমার ওপর রাগ কোরছ। আমি সত্যিই তোমাকে আন্তরিক ভালবাসি, তাই ডাকাতি কোরে নিয়ে এলেও তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আজও তোমার গায়ে হাত দিতে পারি নি।

কণিকা। ওঃ অসীম অনুগ্রহ! আমার এই সাদা চামড়াটাকে তুমি বড্ড ভালবাস, তাই আমাকে আমার আত্মীয়-স্বজন, সমাজ সবার কাছ থেকে ছিনিয়ে আটকে রেখেছ, ভালবাস বৈ কি! আমার এই দেহটাকে তুমি যত ভালবাস আর কেউ কখনও তত ভালবাসে নি। আমিও তোমায় বোলে রাখছি, তোমার ঐ পাশবিক ভালবাসার আগুন একদিন নিভবে, এমনভাবে নিভবে যে স্ত্রীলোক দেখলেই তুমি ভালবাসার বদলে ভয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠবে; একটী নিঃসহায় নারীর শীর্ণ কঙ্কাল সর্ব্বদা তোমার মনকে আতঙ্কগ্রস্ত কোরে রাখবে। আমি মরবো নিশ্চিত, সেদিন তুমি আমার শুকনো স্তব্ধ রক্তহীন মাংসপিণ্ডটা শকুনী গৃধিনীর সঙ্গে একসঙ্গে ভাগ কোরে টেনে ছিঁড়ে খেও, কেউ নিষেধ কোরবে না, কিন্তু আমি

নিশ্চয় জানি যে ভবিষ্যতে সমাজের অন্য কুমারীদের সর্ব্বনাশ কোরতে তোমার আর হাত উঠবে না। তোমার প্রিয়া কণিকার প্রেতাত্মা সর্ব্বদা ছায়ার মত তোমার পেছনে পেছনে ফিরবে, একদণ্ডও তোমাকে চোখের আড়াল কোরবে না। হাঃ হাঃ হাঃ

উন্মাদের মত হাসিতে হাসিতে চলিতে গিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল

পরী। (দেখিয়া) ওগো, শীগ্গী ডাক্তার ডাকো, জ্বরের ঘোরে বেহুঁস।

দীপেন ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিল

দ্বিতীয় দৃশ্য

অমল রায়ের অফিস কক্ষ

অমল সাহেবী পোষাক পরিয়া টেবিলের সামনে একমনে কাজ করিতেছেন। টেবিলে অনেক ফাইল জমা হইয়া আছে। পাইপটা দাঁতে কামড়াইয়া নিবিষ্ট মনে তিনি এক একটা ফাইল দেখিয়া যাইতেছেন, এমন সময় দারোগা আসিয়া স্যালুট করিয়া দাঁড়াইল।

অমল। কি খবর ?

দারোগা। Sir, সহরে ইরাণীদের উপদ্রব বড় বেড়ে যাচ্ছে। প্রায় রোজই তাদের নামে কোন না কোন নালিশ আসছে।

অমল। Criminal কিছু ক'রে থাক্‌লে তাদের নামে কেস ফাইল করুন না—আমায় শুধু জানিয়ে লাভ কি ?

দারোগা। ওদের বিরুদ্ধে সাক্ষী পাওয়া মুস্কিল। যে সাক্ষী দেবে—তার বাড়ী লুঠ কোর্‌বে, নয়তো আগুন ধরিয়ে দেবে।

অমল। এ সহরটা কি বৃটীশ রাজত্বের বাইরে ? একটা ছোট ইরাণী গ্যাংকে আপনারা ঠাণ্ডা কোর্‌তে পারেন না, আর

আপনাদের হাতে পাব্লিক্ পিস্ এবং ল এণ্ড অর্ডারের ভার। ওয়ার্থলেশ্।

দারোগা। স্যার, ওরা মেয়ে পুরুষে ছুরি কাছে রাখে, বড় হিংস্র জাত ওরা। সংখ্যাতেও ওরা পঞ্চাশের ওপর। ছু' চারজন পুলিশ দিয়ে ওদের control করা অসম্ভব।

অমল। অসম্ভব হয় রিপোর্ট করুন। আমি রিজার্ভ ফোর্স দেবার ব্যবস্থা কোরবো। পুলিশে পারবে না বোলে কি দেশ অরাজক হবে?

দারোগা। Sir, armed force হোলে খুব ভাল হয়।

অমল। হুঁ। সহরের আসে পাশের গ্রামে এবং সহরেও তো নিয়মিত চুরি ডাকাতিও বেড়ে চোলেছে। আচ্ছা, armed force আপনাদের সঙ্গে রাত্রে পাহারা দেবে, ব্যবস্থা কোরে দিচ্ছি। দিনের বেলায় আপনারা কড়া watch রাখুন।

দারোগা। আচ্ছা স্যার।

প্রস্থানোদ্যত

অমল। হ্যাঁ, মহীতোষ বাবুর বাড়ীর ডাকাতির কোন trace কোরতে পারলেন? যে বেটা ধরা পোড়েছে সে বেটা এর মধ্যে কিছু স্বীকার কোরেছে?

দারোগা। না স্যার—যত রকম সম্ভব চেষ্টা কোরেও তাকে

কিছু স্বীকার করানো যায়নি। ব্যাটা পাকা শয়তান, আমি তাকে নিয়ে এসেছি, বলেন তো হাজির করি।

অমল। আচ্ছা—আমুন।

অমল উঠিয়া বারকয়েক পায়চারি করিয়া হান্টার লইয়া নিজের হাতে কয়েক ঘা মারিয়া উত্তেজিত ভাবে ঘুরিতে লাগিল। দারোগা বাহিরে গিয়া নরেশকে লইয়া প্রবেশ করিল। নরেশের মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি ও গোঁফ গজাইয়াছে

অমল। এই তোমার নাম কি?

নরেশ। বহুবার বোলেছি—আপনারা বিশ্বাস করেন নি। কাজেই আবার তা ব'লে কিছু লাভ নেই।

অমল। হুঁ, পাকা পাকা কথা বেশ জানা আছে। আগে বুঝি স্বদেশী ডাকাতের দলে ছিলে? শেষে এখন পেশাদার হোয়ে দাঁড়িয়েছ?

নরেশ। আমি নির্দ্দোষ, এ কথা আমি অনেকবার বোলেছি, তবু কেন আপনারা আমাকে কষ্ট দিচ্ছেন? এতে শুধু আপনাদের সময়ের অপব্যয় হ'চ্ছে না, আসল ডাকাতদের অনুসন্ধান থেকে আপনারা ভুল পথে চোলে যাচ্ছেন।

অমল। Shut up nonsence. তোর কাছ থেকে আমাদের ডিউটি শিখতে হবে না। আমাদের ডিউটি আমরা জানি। এখনো স্বীকার কর কে কে ছিলো, মেয়েটি কোথায়।

নরেশ। মেয়েটির সন্ধানের জন্যে আপনারা যত ব্যস্ত আমি তার চেয়ে কম নই, কিন্তু আমি জানবো কি ক'রে।

অমল। (নরেশের পিঠে হাণ্টার মারিয়া) বদ্‌মাস্‌, ভণ্ডামি! পাজি,—এখনও বল্‌ নইলে তোকে আজ খুন কোরে ফেলবো।

নরেশ। (যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া) আপনারা ভাগ্যবলে উঁচু পদে বোসেছেন, ক্ষমতা পেয়েছেন, হাণ্টার মেরে একটা নিরপরাধ লোককে মেরে ফেল্‌লেও আপনাদের কিছু হবে না, কিন্তু দোহাই আপনার আমার সব কথাগুলো আগে শুনুন।

অমল। কি বোল্‌তে চাস্‌ বল্‌? খবরদার বাজে কথা বল্‌বি তো পিঠের ছাল তুলে দেবো। তোর দলের খবর বল্‌ তোকে ছেড়ে দেবো।

নরেশ। আপনারা প্রথম থেকেই ভুল ক'রছেন। একটা ভুলের পেছনে ছুটে আপনারা আসল ডাকাতদের সুবিধা দিচ্ছেন, আর একটা নিরপরাধ লোককে অনর্থক কষ্ট দিচ্ছেন। আমি—

অমল। Shut up Rascal. তুই সাধু, নিরপরাধ? তাই পরচুল আর নকল দাড়ি গোঁফ পোরে রাত্রি দুটোর সময় রাস্তায় ঠেঙ্গানি খেয়ে গোঙ্গাচ্ছিলি! দারোগা সাহেব—ব্যাটা সোজা রাস্তায় স্বীকার কোর্‌বে না, পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে ঘা কতক হাণ্টার কসান্‌—নিয়ে যান্‌। দেখি ও কতবড় পাকা শয়তান!

দারোগা নরেশকে যাইবার ইঙ্গিত করিল। নরেশ কি বলিতে গেল, দারোগা তাহাকে ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেল। অমল কাগজপত্রে মন দিল। পাশের ঘরে হাণ্টারের শব্দ ও নরেশের আর্ত্তনাদ শোনা যাইতে লাগিল

রাজেন প্রবেশ করিয়া নমস্কার করিল

অমল। কি হে রাজেন, কণিকার কিছু খোঁজ পেলে? অনেকদিন ত হোয়ে গেল।

নতমুখে রাজেন নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল

পেলে না? সে আমার ভাইঝি—সে যে আমার ভায়ের একমাত্র জীবিতা কন্যা—।

রাজেন। (চমকাইয়া) বলেন কি স্যার?

অমল। দোহাই তোমার রাজেন, শুধু সরকারী কাজ মনে ক'রে খুঁজো না—আমার মেয়ে মনে ক'রেও খোঁজ—।

রাজেন। (সঙ্কুচিত ভাবে) খোঁজ পাওয়া গেছে স্যার।

অমল। এঁ্যা—! পেয়েছ—পেয়েছ—

রাজেনকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া

আঃ রাজেন তুমি আজ আমাকে বাঁচালে। কোথায় আছে সে? বেঁচে আছে তো? আমি তোমাকে লিফ্‌ট্ দেবো।

রাজেন। তিনি বেঁচে এখনও আছেন, ভালই আছেন এখন, কিন্তু স্যার—

অমল। ভাল আছে তবে আবার কিন্তু কি?

রাজেন। (সঙ্কুচিত ভাবে) না খোঁজ পেলেই ভাল হোত স্যার—

অমল। কেন—কেন? দুর্ব্বৃত্তরা কি আমার মায়ের সর্ব্বনাশ কোরেছে?

রাজেন। না ইজ্জত বোধ হয় নষ্ট হয় নি, তবে এর ভেতরে যে আসল আসামী, মোকর্দ্দমা হোলে সে যে খালাস পাবে বোলে মনে হয় না।

অমল। কেন, তাকে খালাস দিতে তোমার এত আগ্রহ কেন? এত কষ্ট কোরে সন্ধান কোরে এতদিন পর কণিকাকে খুঁজে বার ক'র্‌লে, আর সেই পাষণ্ড আসামী খালাস পাবে না ব'লে তোমার দুশ্চিন্তা কেন?

রাজেন। আজ্ঞে—আসামী দীপেনবাবু—

অমল। (চমকাইয়া) এ্যাঁ দীপেন—কোন্ দীপেন?

রাজেন। আপনার ছেলে—আমাদের দীপেনবাবু।

অমল। (বজ্রাহতের মত চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া) এ্যাঁ বল কি রাজেন? আমার দীপু এ কাজ ক'রেছে? আমার দীপু··· তুমি ঠিক জান্‌তে পেরেছ?

রাজেন। আজ্ঞে শুধু জানা নয়, আমি মেয়েটিকে উদ্ধার ক'রেছি—আর যে কয়জন বদ্‌মাস্ তাঁকে আগলে থাক্‌তো তাদেরও ধরেছি। তারাই স্বীকার করেছে যে দীপেন বাবুর হুকুমে ও পয়সায় আর মহীতোষবাবুর বাড়ীর চাকর পঞ্চুর চক্রান্তে দু'জন ইরাণী গুণ্ডার সাহায্যে এ কাজ হোয়েছে। পঞ্চুকেও গ্রেপ্তার ক'রেছি।

অমল। (পাগলের মত উদভ্রান্ত ভাবে) সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। রাজেন আমার সাত পুরুষ নরকস্থ হ'য়েছে। উঃ কুলাঙ্গার, কুলাঙ্গার, লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে গান বাজনা কোরে আড্ডা দিয়ে বেড়াতো, কিন্তু সে যে এত নীচ হোয়ে গেছে তা ত

জানতাম না। বাঁদরটাতো কিছুদিন আগে পশ্চিমে বেড়াতে গিয়েছিল, মাত্র কাল ত ফিরেছে। এর মধ্যে কখন সে এসব কোরলে? সে বাঁদরটাকে ধরেছ?

রাজেন। আজ্ঞে, তিনি আপনার কোয়ার্টার্সে'ই আছেন।

অমল। আচ্ছা, অরডার্লি—অরডার্লি—দীপেন বাবুকো বোলাও, আভি বোলাও।

আরদালি। (নেপথ্যে) যো হুজুর।

অমল। কণিকাকে কোথায় রেখেছ?

রাজেন। তাঁর বাড়ীতে রেখে এসেছি স্যার। তিনি এখনও বড় দুর্ব্বল। প্রায় দুমাস কঠিন জ্বরে বিনা চিকিৎসায় পড়েছিলেন। শুনলাম দিন দশ মাত্র জ্বর ছেড়েছে।

অমল। কোরেছ কি? সে হয়তো অভিমানে, লজ্জায় এখনি আত্মহত্যা করে বোসবে। যাও, যাও, তাকে এইখানে নিয়ে এসো। সে আমার বাড়ীতে থাকবে। সেখানে তার সেবা-শুশ্রূষা কে কোরবে? যাও, যাও।

দারোগা প্রস্থানোদ্যত

হ্যাঁ দেখ, যে লোকটাকে ডাকাতির সন্দেহে আমরা ধরে রেখেছি সে লোকটা তো ওদেরই দলের?

রাজেন। আজ্ঞে না, ওরা বলে, ঐ লোকটা ওদের বাধা দিতে গিয়ে আহত হয়।

অমল। এঁ্যা বল কি? আহাহা, বেচারী তাহ'লে বরাবর সত্যি কথাই বোলেছিল। উপকার ক'রতে এসে রাস্তার লোক

কত দুঃখ ভোগ কর্‌লে। বাইরে বোধ হয় দারোগাবাবু দাঁড়িয়ে আছেন—ডেকে দাও।

রাজেনের প্রস্থান ও দারোগার প্রবেশ

অমল। দেখুন লোকটাকে ছেড়ে দিন। খবর পেলাম বেচারী সত্যই নির্দোষ। আর এই দশটা টাকা ওকে দিন্।

টাকা প্রদান

দীপেনের প্রবেশ

দীপেন। বাবা আমায় ডাক্‌ছেন্?

অমল। (দারোগাকে) হাত কড়া লাগান। আরে হাঁ কোরে দেখ্‌ছেন কি? হাতকড়া লাগান্—হাতকড়া লাগান্—

দারোগা হতবুদ্ধি হইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল

আচ্ছা আমি দিচ্ছি।

হাতকড়া পরাইতে গেল

দীপেন। বাবা কি কোর্‌ছেন্? আপনি কি পাগল হোলেন?

অমল। হ্যাঁ, তোমার মতন ছেলে যার তার পাগল হওয়াই উচিত। বদ্‌মাস্—শয়তান—

হাতকড়া পরাইল

এতদিন লোকের পিঠে চাবুক বসিয়ে, অন্যের ছেলের হাতে হাতকড়া লাগিয়ে ডিউটি কোরেছি বোলে আত্মপ্রসাদ বোধ কোরেছি।

আজ নিজের ছেলের হাতে হাতকড়া লাগাব না? পুলিশের চাকরী— ডিউটি—চমৎকার ডিউটি—চমৎকার ডিউটি—!

দীপেন। বাবা, পাগলের মত একি কোরছেন?

অমল। (হাণ্টারের আওয়াজ করিয়া) চুপ কর্ শয়তান্! চাব্‌কে পিঠের ছাল তুলে দেবো। এখন সত্য কোরে বল্ কণিকাকে ডাকাতি কোরে নিয়ে গিয়েছিলি কি না?

দীপেন। (কৃত্রিম ক্রোধে) আমি? আমি ডাকাতি ক'রবো—মেয়ে চুরী কোরবো?

অমল। ভণ্ডামী রাখ্। ছেলে বোলে ক্ষমা কোরবো না। এক্ষুনি হাজতে পুরবো—এখনও সত্যি কথা বল্‌লে হয়তো বাঁচবার পথ থাক্‌বে।

দীপেন। আপনি কি ব'ল্‌ছেন?

অমল। আবার শয়তানী! তুই লুকোবি কি? কণিকাকে আমরা তার বাড়ীতে ফিরিয়ে এনেছি। তোর রাজনগরের বদমাস-গুলোকে আর কণিকাদের চাকরকে আমরা গ্রেপ্তার কোরেছি।

দীপেন। (চমকাইয়া) কে, কে ব'ল্লে? কে সন্ধান দিলে?

অমল। এখন বল্ তার মর্য্যাদা কি নষ্ট কোরেছিস্?

দীপেন। বাবা আমি বিষ খাবো, আত্মহত্যা ক'রবো। কণিকাকে যদি আপনারা কেড়ে নেন্ তবে আমি বাঁচবো না। তাকে যদি কেড়ে নেন্, তবে আমাকে পাবেন না।

অমল। বেল্লিক, বাঁদর—তুই ক'রেছিস্ কি? কণিকা যে তোর বোন—নির্ম্মলের মেয়ে।

দীপেন। হ্যাঁ—তাই কাকার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যবস্থা কোরেছিলেন। আমি কচি খোকা নই। যদি আমাকে চান, তবে কণিকাকে কেড়ে নেবেন না, এই আমার শেষ কথা।

অমল। ওরে না, তখন আমিও জান্‌তাম্ না। পরে আমি মহীতোষ বাবুর কাছে জান্‌তে পেরেছি। সে বিয়ে যে হয়নি, আমার চৌদ্দ পুরুষের পুণ্যি। তোর মত একটা ডাকাত, বাঁদরের হাতে অমন সোনার প্রতিমা যে পড়েনি সেটা শুধু দৈব। নইলে এতদিন পরে যদি ওর আসল পরিচয় জানা যেত তা হ'লে লজ্জায় কাউকে মুখ দেখাতে পারতাম না। সে মহীতোষ বাবুর পালিতা কন্যা—নির্ম্মলের মেয়ে।

দীপেন। আপনি কি সত্যই পাগল হ'লেন? কি যা তা ব'ল্‌ছেন? কাকার আবার মেয়ে কোথায়? আগুনে পুড়ে তো তাঁরা সবাই মারা গেছেন।

অমল। তুইও সেই সঙ্গে গেলি না কেন—তাহ'লে এ লজ্জা আজ আমাকে সইতে হোত না। মহীতোষ বাবু সেই আগুনের মাঝ থেকে কণিকাকে উদ্ধার করেন, পরে নিঃসন্তান বোলে নিজে তাকে মানুষ করেন। আমরা কেউ তা জানতাম না।

দীপেন। এঁ্যা! সত্যি ব'লছেন বাবা? না, আমাকে ধাপ্পা দেবার জন্য এ গল্প? কৈ এতদিন ত আমাকে কিছু বলেন নি।

অমল। বোলব কি! তুই কি একটা মানুষ যে তোকে

বোলব। সারাদিনে তোর কি দেখা মেলে? কখন এসে দুটী গিলে যে পালাস তা কেউ জানে না, সর্ব্বদা এখানে সেখানে আড্ডা। তার ওপর আমি যেদিন খবর পেলাম তার আগের দিনই তুই পশ্চিম বেড়াতে চলে গেছিস। পশ্চিমে বেড়ানর নাম কোরে যে তুই রাজ-নগরে বসে শয়তানী কোর্‌ছিস তা ত জানতাম না। এখনও বল তার কি মর্য্যাদা নষ্ট কোরেছিস্?

দীপেন। না বাবা, সে তেমন মেয়ে নয়। না খেয়ে খেয়ে সে কঠিন অসুখের সৃষ্টি করে। দুমাস পর তার জ্বর ছেড়েছে। জ্বরের ঘোরে তাকে মাঝে মাঝে তবু খাওয়ান চোলত; কিন্তু জ্ঞান হবার পর সে আবার খাওয়া বন্ধ কোরেছে। না খেয়ে মরবে এই তার পণ।

রাজেনের সহিত কণিকার সঙ্কুচিতভাবে প্রবেশ। সে বিশেষ দুর্ব্বল

অমল। এসো মা এসো। মা দেখ, অপরাধীর কি শাস্তি!

হাতকড়িবদ্ধ অবস্থায় নতমুখ দীপেনকে দেখাইল

কণিকা। আপনি আমায় আমার বাড়ী থেকে নিয়ে এলেন কেন? আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিন্—দয়া ক'রে আমাকে অনর্থক আটকে রাখবেন না। আমার বাবার,মোকদ্দমার তদ্বিরের ব্যবস্থা করতে হবে।

অমল। বড় দেরী হোয়ে গেছে মা। এর মাঝে আর্গুমেণ্ট শেষ হোয়ে গেছে। কাল রায় দেবার দিন—

কণিকা। (কাঁদিয়া ফেলিয়া) এ্যাঁ! বাবা বাবা! ওঃ—এর

আগে আমার মরণ হলো না কেন? ডাকাতরা আমায় খুন ক'রলে না কেন?

দীপেন। (নতজানু হইয়া) বোন—আমায় মাপ করো। আমি জানতাম্ না যে তুমি আমার কাকার মেয়ে। না জেনে যে পাপ ক'রেছি তার জন্য ক্ষমা করো।

কণিকা। একি ব'ল্ছেন আপনারা!

অমল। ঠিকই ব'লেছে মা, তুমি মহীতোষ বাবুর পালিতা কন্যা। আমার সহোদর ভাই নির্ম্মল রায়ের মেয়ে তুমি। মহীতোষ বাবু তোমাকে পালন ক'রেছেন মাত্র।

কণিকা। (এত বড় আঘাত সহজে সহ্য করিতে না পারিয়া অস্থির ভাবে বলিল) না, না, সব মিছে কথা, সব মিছে কথা। আমার বাবা, আমার বাবা কোথায়? এ সংসারে আমার বাবা ছাড়া যে কেউ নেই—বাবা—বাবা—

বেগে প্রস্থান

অমল। যেও না মা শোন, শোন,—পড়ে যাবে।

প্রস্থান

দীপেন। কণিকা—বোন—

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান ঃ—ইরাণীদের তাঁবুর সামনে রাস্তা। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ

নাচিতে নাচিতে ইরাণী রমণী ও ইরাণী পুরুষের প্রবেশ

ইরাণী রমণীর গীত

আরে সেঁইয়া তুম হাম্‌কো নয়না মারা কেঁও ?
মেরা দিল্ তুম হাম্‌কো ঘুমায় দেও ॥
তুম্ বহুত খারাপ ডাকু, মেরা সব লুঠ লিয়া,
মেরা তাজা কলিজাকো তুম্ একদম জখম্
কিয়া কেঁও ?
প্রেম্‌কি শিকলি বানায়া একদম নায়া,
উসিমে তুম্‌কো হাম আটক্ রাখে গা।
হাম করেগা তু-তু-তু, তুম্ করেগা ভেউ ভেউ ভে-এ-উ ॥
নয়না মারা কেঁও ॥

ইরাণী পুরুষ—

ঝুট্ ঝুট্ ঝুট্, তুম ঝুট্ বোল্‌তা কেঁও।
নয়না চাকুমে সান্ তুম্‌হি তো দেও ॥
তেরা আঁখ্‌কো তাজা রোশনাই
সবকো দিল্‌মে জ্বাল্‌তা আস্‌নাই।
তেরা জোয়ানি যাদু আরে হায় হায়
আদ্‌মীকো একদম কুত্তা বানায় কেঁও ॥

ইঃ-পুরুষ। আরে নাচ গানা তো দিন ভর চল্‌তা—লেকিন্ রোজগার তো কুছ হোতা নেহি।

ইঃ-রমণী। ভোর দিন্‌মে সিকি একঠো মিলা।

ইঃ-পুরুষ। আরে হাম সরদারকো এত্‌না বোল্‌তা, ইস্ যায়গা ছোড়কে চলো, হিঁয়া বিলকুল রুপেয়া নেহি হ্যায়, বাকি সর্দ্দার উ বাৎ খেয়ালই নেহি করতা।

ইঃ-রমণী। উ তো তোমহারী ওয়াস্তে। আভি তাঁবু উঠানেসে পুলিশ হাম্ লোক্‌কো সুবা করেগা। তুম্ তো মরোগে, আউর সাথ্ সাথ্ সবকৈকো ফাটক্‌মে যানে হোগা। তুমারা খুন্ বহুত গরম হ্যায়।

ইঃ-পুরুষ। লেকিন্ উ খুন হাম্ কিয়া, বহুত ঠিক্ কিয়া।

ইঃ-রমণী। আরে একদম জান্‌মে মার ডালা কেঁও? ই বাংলা মুল্লুক, ইরাণ নেহি, আফগানিস্থান নেহি। ঘড়ি ঘড়ি চাকু হিঁয়া মত্ চালাও। একদফে পাকড় যানেসে জান চলা যায়েগা। আউর সাথ্ সাথ্ সবকৈকো বাংলা সে নিকাল্‌নে পড়েগা।

ইঃ-পুরুষ। বাংলাকো বাহার যানেসে আচ্ছা হ্যায়। ই দেশ্‌মে বিল্‌কুল্ কুছ্ নেহি হ্যায়। সব শালা দেউলি হো গিয়া—কিস্‌কো ওয়াস্তে তুম্‌লোক্ সাল সাল এত্‌না দূর বাঙ্‌লামে আতা হ্যায় মালুম নেহি। হাম্‌তো আনে মাংতা নেহি—খালি তুম্‌কো ছোড়্‌কে রহেনে নেহি শেকেগা—ইস্ ওয়াস্তে—

ইঃ-রমণী। ইস্! এতনা পেয়ার? নায়া আসনাই, না?

ইঃ-পুরুষ। সাচ্ বোল্‌তা, তোম্‌কো নেহি দেখ্‌কে হাম

রহনে নেহি শেক্‌তা। বাকি দেখো, কাল সাম্‌কো বখৎ রহমৎ তুমারা সাথ গাঁওকা ধার মস্‌জিদ্ কো নজিগ কেয়া ফিসির ফিসির করতা থা ?

ইঃ-রমণী। (হাসিয়া) উ হাম্‌কো সাদী করনে মাংতা থা।

ইঃ-পুরুষ। ঈস্, শালাকো খুন করেগা। হামারা কলিজামে হাত দেনেকো পহেলাই হাম উস্‌কো কলিজা জখম্ করেগা।

ইঃ-রমণী। ঈস্, হাম তোমারা গোলাম, ঘরকা বিবি না? উ তুম্‌সে কম্‌তি কিস্‌সে? উ ভি যোয়ান, দেখ্‌নে ভি খাপসুরৎ। হামারা দিল চাহে তো উস্‌কো সাথ ভি আস্‌নাই করে গা।

ইঃ-পুরুষ। উ ফিন্ তোমারা নজিগ আয়েগা—

ইঃ-রমণী। চুপ, এক্‌ঠো বাবু আতা—দেখে, কুছ্ মিলে কি নেহি, যা যা তু ভাগ—

ইঃ পুরুষের প্রস্থান ও পরে ইঃ রমণীর অন্তরালে অবস্থান

অন্য দিক দিয়া নরেশের প্রবেশ

নরেশ। একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস! কণিকাকে ভুল বুঝে দেশ ছাড়লুম, শেষে তার বাবা এই গরীবের সঙ্গেই বিয়ে দিতে রাজী ছিলেন, কণিকা আজও অবিবাহিতা···অথচ কোথা থেকে কি হ'য়ে গেল। তার বাবাকে মুক্ত ক'রতে পারলাম না। সে কোথায় কে জানে? আমি হাজত বাস ক'রে,

আজ প্রায় তিন মাস পরে হাজত থেকে বাইরে এলাম। জীবনের কোন অর্থই নেই আজ আমার কাছে। কার জন্যেই বা আর জীবনের বন্ধুর পথে চ'লবো? কিসের আশায়?

চিন্তা করিয়া

নাঃ—মহীতোষ বাবুকে মুক্ত করবার চেষ্টা আমাকে ক'রতেই হবে। কণিকাকে উদ্ধারের ব্যবস্থাও ক'রতে হবে।

নাচিতে নাচিতে মদের বোতল হাতে ইরাণী রমণীর প্রবেশ

গীত

সরাব পিও বাবুজি—
ইরান্‌কো তাজা তাজা সরাব
ইরাণী আঙ্গুরকো রসমে
মিলায়া তাজা গুলাব।
চাকু লেও, খেলনা লেও
লেও ইরাণী আপেল ;
ইরাণী যাদু দেখো বাবুজী
ইরাণকা ভেল্কী খেল।

রূপেয়া বাবুজী, রূপেয়া, ইস্‌কা কিম্মৎ
লে লেও বাবুজী, বহুত সস্তা,
চলা যাও মৎ।

গানের সঙ্গে সঙ্গে কাঁধের ঝুলি হইতে ছুরী, খেলনা লইয়া দেখাইতে লাগিল ও ঝুলিতে রাখিতে লাগিল। গানের সময় মেয়েটীর ভাব ভঙ্গীতে নরেশ বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল এবং মেয়েটী "ইসকা কিম্মৎ" বলিবার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যাইতে গেল।

প্রস্থানোদ্যত নরেশের গতি রোধ করিয়া মেয়েটী লাস্যভঙ্গিতে দাঁড়াইল, পরে নরেশের সম্মুখে সেলাম করিয়া বলিল

ইঃ-রমণী। বাবুজী একঠো রূপেয়া দেও।

নরেশ। মাপ করো—দোস্‌রা যায়গা দেখো।

ইঃ-রমণী। এত্‌না নাচা, গানা শুনায়া—

নরেশ। মাপ করো, আভি যানে দেও, জরুরী কাম হ্যায়।

ইঃ-রমণী। আচ্ছা, একঠো খেলনা তো লেও।

ঝুলি হইতে খেলনা বাহির করিয়া নরেশের দিকে আগাইয়া ধরিল

লেড়কা লোক খেলেগা।

নরেশ। না, না, এসব তুমি রাখ। আমার লেড়্‌কা ফেড়্‌কা নেই।

ইঃ-রমণী। আচ্ছা, বাবু একঠো চাক্কু তো লিজিয়ে, আস্‌লি ইরান্‌কো চাক্কু, বহুত আচ্ছা হ্যায়, বহুত ধার হ্যায়—

একটী বড় ছুরীর ফলা খুলিয়া দিল

নরেশ। (ধার পরীক্ষা করিয়া) দাম কত?

ইঃ-রমণী। পসন্দ্‌ তো হুয়া বাবু?

নরেশ। দাম কত বল আগে।

ইঃ-রমণী। পাঁচ রূপেয়া।

নরেশ। পাঁচ রূপেয়া! পাগল নাকি! এর দাম পাঁচ আনা।

ইঃ-রমণী। (ক্ষিপ্রগতিতে ছুরিটী কাড়িয়া লইয়া) পাঁচ আনা, পাঁচ আনামে এইসি মাফিক্ চাক্কু মিলেগা? দেখো তো কেত্‌না ধার—

ছুরিটী নরেশের বুকের কাছে বাগাইয়া ধরিল

পাঁচ রূপেয়া আভি দেগা কি নেহি? ব'লো—নেহি তো চাক্কুকো ধার তুম আভি দেখেগা।

নরেশ। বটে, শয়তানি! ভয় দেখিয়ে টাকা নিবি,—

ইরাণী রমণীর হাত চাপিয়া ধরিল

সব বাঙ্গালীকে দুর্ব্বল ভীরু পেয়েছিস্? চল্ তোকে আমি থানায় নিয়ে যাবো—

ইঃ-রমণী নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য খানিকটা ধস্তাধস্তি করিয়া
চটুল নয়নে সপ্রশংস ভাবে বলিল

ইঃ-রমণী। হাঁ তুম্ জোয়ান হ্যায়। ইরাণ্‌কো জোর আউর বাঙ্‌লাকো জৌলুষ তোমারা শরীরমে হ্যায়। বাবুজি তুম্ হাম্‌কো সাদী করেগা?

নরেশ। বটে তামাসা করা হ'চ্ছে! এই ছুরী আবার এই প্রেমের মালা! চল্ তোকে থানায় নিয়ে যাবোই।

নরেশ তাহাকে টানিতে লাগিল

ইঃ-রমণী ঝুঁকিয়া নরেশকে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিয়া জড়াইয়া ধরিল

ইঃ-রমণী। এত্‌না খাপসুরৎ জোয়ান হাম বাংলামে কভি নেহি দেখা।

পিছন হইতে দ্রুতপদে ইরাণী পুরুষ আসিয়া নরেশের দক্ষিণ বাহুতে ছুরী
মারিল, সে আর্ত্তনাদ করিয়া বসিয়া পড়িল

নরেশ। উঃ শয়তানী!

ইঃ-পুরুষ। শালা বদ্‌মাস্, হামারা জেনানা লেকে জবরদস্তি—ইরাণী আঙ্গুর খানেকো বাঙ্গালী গিধ্‌ধড়্‌কা সখ্! দেও কেয়া হ্যায়।

পকেটের ভিতর হাত পুরিয়া ব্যাগ বাহির করিয়া ইঃ-রমণীকে বলিল

চল্

ইঃ-রমণী। (চাপা গলায় একান্তে) আরে কেয়া কিয়া? সড়ক্‌কো উপর তুম্ ফিন্ খুন্ কিয়া! উসি রোজ এক্‌ঠো কো তো জান্‌মে মার দিয়া, আভি ফিন্ আউর এক্‌ঠো খুন্!

ইঃ-পুরুষ। আরে আজ রাত্‌মে হিঁয়াসে ডেরা জরুর উঠায়গা। উয়ো খুন্‌কো ফায়সালা তো হো চুকা। কাল উস্‌কো ফাঁসি হোগা। আভি যানেসে কুছ্ হরজা নেহি। উ শালাকো খুন কিয়া বহুৎ ঠিক কিয়া। শালা বাঙালী হামারা জেনানাকো জবরদস্তি ইজ্জৎ লেনে মাংতা থা।

ইঃ-রমণী। বাকি উস্‌কোয়াস্তে তোম্ একদম জানমে মারা কেঁও? বেল্লিক কাঁহাকা! আউর নসীবসে একখুনসে বাঁচ্ গিয়া তো সব খুনসে বাঁচেগা? চলো হাম সরদারকো বোল্ দেগা।

ইঃ-পুরুষ। ঈস্! দিল্‌মে বহুত চোট্ লাগা না? পেয়ারকো আদ্‌মী! বাঙালী বাবু বহুত খাপসুরৎ না? ফিন্ কৈ বাঙালীকো সাথ পেয়ার করেগা ত উস্‌কো ভি খুন করেগা।

ইঃ-রমণী। হামারা খোস্ হাম বাঙালী বাবুকো সাথ পেয়ার করেগা। চল্, উসি রোজ তুম আউর কোর্‌বান্ বাঙালী বাবুকো সাথ যো লেড়্‌কী লুঠ কিয়া উস্‌কা পুরা রূপেয়া তুম্ সর্দ্দারকো নেহি দিয়া, উ বাৎ আজ সর্দ্দারকো হাম্ বোল্ দেগা, চল্।

ইরাণী রমণীর প্রস্থান ও তাহার পিছন পিছন ইরাণী পুরুষের "আরে শুন্ শুন্" বলিতে বলিতে প্রস্থান

নরেশ। (বাঁ হাতে ভর দিয়া উঠিয়া) একি শুন্‌লাম! ভগবান্, তুমি যা কর মঙ্গলের জন্যই। আজ এই বিপদের মাঝে কত মঙ্গল যে তুমি লুকিয়ে রেখেছ তা একটু আগেও বুঝিনি মঙ্গলময়! এই অন্ধকারের মাঝেও যে আলো তুমি দিলে, তা কাজে লাগাবার মত শক্তি দাও ঠাকুর। ওরা পালাবার আগে, যেন ওদের ধরিয়ে দিতে পারি, তার মতন সময় দিও ভগবান।

হাত জোড় করিয়া ভগবানের উদ্দেশে নমস্কার করিয়া কষ্টে উঠিয়া প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

আদালত গৃহ

জজ ও জুরীদের আসন শূন্য। মহীতোষবাবু কাঠগড়ায় আসামীর পোষাকে, মুখে গোঁপ দাড়ি গজাইয়াছে। একধারে সুরেশ মহিম পরেশ বসিয়া। সরকারী উকীল ও অন্যান্য দুএকজন উকীল চেয়ারে বসিয়া। আসামীর কাঠগড়ার কাছে একজন কনষ্টেবল দাঁড়াইয়া আছে

মহিম। রায় কখন দেবে ?

সুরেশ। এই তো জুরীরা পরামর্শ ক'রতে গেল। বেরিয়ে এসে রায় দেবে আর কি।

পরেশ। আচ্ছা, ফাঁসী না দ্বীপান্তর কি হবে বলতো ?

সুরেশ। জজসাহেব লোকটা ভাল, হয়তো বা দ্বীপান্তর দেবে। তবে সে ফাঁসীই হবে, বুড়ো কি আর দ্বীপান্তর থেকে ফির্‌বে !

মহিম। বেশ হবে। অত দম্ভ কি ভাল ! টাকার জন্য ও ধরাকে সরা জ্ঞান কোর্‌তো। টাকা যেন জগতে আর কারো নেই। ভেবেছিলো টাকার জোরে খুনটাকে চাপা দেবে। ধর্ম্মের কল বাবা বাতাসে নড়ে। মেয়েটাকে তাই ডাকাতে নিয়ে গেছে। ভগবান আছেন হে।

জজ জুরীগণের প্রবেশ ও আসন গ্রহণ। ফোরম্যান উঠিল

ফোরম্যান। জুরীদের সর্ব্ববাদী সম্মত অভিমত এই যে—

দ্রুত বেগে ভদ্রবেশী নরেশের প্রবেশ

নরেশ। ধর্ম্মাবতার এই মোকদ্দমায় আমার কিছু নিবেদন আছে। রায় উচ্চারণ কোর্‌বেন না। ভুল, ভুল— মহাভুল কোর্‌ছেন আপনারা।

জজ। কে আপনি? আদালতের বিচারে বাধা দেন কেন?

নরেশ। ধর্ম্মাবতার! বিচার হ'লে নিশ্চয়ই বাধা দিতাম না; কিন্তু এ যে অবিচার; ধর্ম্মের নামে ন্যায়ের নামে, এ যে মহা অধর্ম্ম, অন্যায় হ'চ্ছে। একের পাপ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে বিচারের একি অভিনব অভিনয়! শুধু মাত্র একটা ভুলকে আশ্রয় ক'রে সন্দেহের সুযোগে এই মামলার সাক্ষী প্রমাণ গোড়ে উঠেছে। তাকেই অবলম্বন কোরে একজন নিষ্পাপ লোককে শাস্তি দিতে আপনারা উদ্যত হোয়েছেন।

জজ। আপনি কি পাগল? কি ব'ল্‌তে চান্ আপনি? আপনি কি আসামীর কোন নিকট আত্মীয়?

নরেশ। না হুজুর, আমি ওর মহা শত্রু। আমিই নরেশ, যাকে হত্যার জন্য এই বৃদ্ধ নিরপরাধ ভদ্রলোককে আপনারা শাস্তি দিতে উদ্যত হোয়েছেন।

জজ। Good Heavens! কি বোল্‌ছেন আপনি?

নরেশ। আমি ঠিকই ব'ল্‌ছি। ওই আমার দাদা পরেশবাবু, ঐ তো সুরেশবাবু, মহিমবাবু, ঐ তো আমাদের শত্রু মহীতোষবাবু

—এঁরা সবাই সাক্ষী দেবেন—আমার চেহারা, আমার কণ্ঠস্বর, আমার দেহের বিশেষ চিহ্ন সব সাক্ষী দেবে—যে আমিই নরেশ—যে মারা গেছে সে অন্য কেউ।

পরেশ। (বিস্ময়ে) এঁ্যা নরেশ! তুই, তুই?

নরেশ। এই দেখ দাদা, আমার কাণের পাশের আব এখনও তেমনি আছে। যে মারা গেছে সে আমারি মত চেহারার অন্য একজন লোক।

পরেশ। (জড়াইয়া ধরিয়া) ভাই নরু, নরু, আঃ! আজ আমার কত আনন্দ! কত আনন্দ!

জজ। Order. Order. কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না, যে মারা গেছে তার নাম নরেশ কি রহিম তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার তত প্রয়োজন নেই। যে মারা গেছে তাকে যে এই ব্যক্তি খুন করেছে তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি।

নরেশ। বেয়াদবী মাপ ক'রবেন হুজুর, যে সব প্রমাণের ওপর নির্ভর কোরে, আপনারা এঁকে শাস্তি দিতে উদ্যত হোয়েছেন তার প্রায় সমস্তই আসামীর সঙ্গে মৃত নরেশের ব্যক্তিগত সম্বন্ধের পারি-পার্শ্বিক প্রমাণ এবং আমি আশা করি ওঁর নির্দ্দোষীতা সম্বন্ধে তার চেয়ে ভাল প্রমাণ আমি আপনাদের দিতে পার্‌বো। হত্যা কে কোরেছে তার প্রমাণও আমি দিতে পার্‌বো।

জজ। এ হত্যা কে কোরেছে তা আপনি জানেন?

নরেশ। জান্‌তে পেরেছি। যারা অপরাধী তারা দোষ স্বীকার ক'রেছে। ম্যাজিষ্ট্রেটের সাম্‌নে তারা যে জবান্‌বন্দী দিয়েছে তা

হয়ত এখুনি এখানে এসে পৌঁছবে। তাই হুজুর আমার অনুরোধ রায় দান অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রাখুন।

জজ। আসামী ধরা পোড়েছে? আপনি ধোরেছেন?

নরেশ। তারা আমাকেও ছোরা মারে, এই দেখুন এখনও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

জামার ভিতর ব্যাণ্ডেজ দেখাইল

সেই সময় তাদের মধ্যে ঝগড়ার ফলে আমি জানতে পারি যে তারাই আসল খুনী এবং এই লোকটীকে খুন তারাই কোরেছে। আমি পুলিশে খবর দিয়ে তাদের ধরিয়ে দিয়েছি। তাদের দলের মধ্যে একটা মেয়েকে নিয়ে আর টাকার ভাগ নিয়ে গোলমাল হওয়ায় স্বীকারোক্তি নেওয়া সহজ হোয়েছে। আমার বিশ্বাস তাদের স্বীকারোক্তিতে সব রহস্য প্রকাশ পাবে এবং এই নিরপরাধ বৃদ্ধ ভদ্রলোক মুক্তি পাবেন।

জজ। কিন্তু তা হোলে মৃত ব্যক্তিকে তাঁর আত্মীয়-স্বজন সকলেই নরেশ বোলে চিনলেন কেমন ক'রে?

নরেশ। সেটা নেহাৎই ভুল। দৈবক্রমে আজই সংবাদপত্রে তার ফটো বেরিয়েছে। ষ্টেশন থেকে কাগজওয়ালা খবরের কাগজ নিয়ে আসছিল, আসবার পথে একখানা কিনে খুলে দেখি প্রায় আমারই চেহারার মত এক ফটো।

কাগজখানা দেখাইয়া বলিতে লাগিল

লোকটার বাড়ী আসামে। মোকদ্দমার তদ্বিরে এখানে আসে। সাড়ে তিন মাস কোন খবর না পেয়ে তার মনিব পুলিশের সাহায্যে

তার নামে এক হুলিয়া বের কোরেছে তাকে ধরবার জন্যে। তাদের ধারণা মনিবের টাকা নিয়ে সে উধাও হোয়েছে। ছোরার আঘাতে আর রক্তে বোধ হয় তার চেহারার এমন: বিকৃতি হোয়েছিল যে সকলে সহজেই আমি বোলেই তাকে ভুল করে। তারপর সেই ভুলটাই পারিপার্শ্বিক সাক্ষী প্রমাণের সাহায্যে পাকা হোয়ে সত্যতে দাঁড়িয়ে গেল আর কি। একটা প্রকাণ্ড ভুল সকলকে আচ্ছন্ন কোরে ভুল পথে নিয়ে ফেলেছিল, আজ বোধ হয় ঈশ্বরের অনুগ্রহে সে ভুলের বোঝা সকলের ঘাড় থেকে নামল। এই দেখুন—

খবরের কাগজখানা জজকে দিল

দারোগা আসিয়া জজকে স্যালুট করিয়া একটি কাগজ
সরকারী উকিলকে দিল

সরকারী উকিল। (কাগজটা পড়িয়া) Your Honour, এই কাগজ দাখিল কোরে সরকার পক্ষের তরফ থেকে এই আসামীর বিরুদ্ধে মামলা তুলে নিতে আমি আপনার অনুমতি প্রার্থনা ক'র্‌ছি।

জজ। (কাগজ পড়িয়া) আশ্চর্য্য! আপনার প্রার্থনা মঞ্জুর ক'র্‌লাম্—আসামী আপনি মুক্ত। (নরেশকে) মহাশয় আপনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র, আপনি ন্যায়ের এবং আইনের মর্য্যাদা রাখ্‌তে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য কোরেছেন।

জজ নথিতে মন্তব্য লিখিলেন, পরে জজ, জুরীগণ, সরকারী
উকীল, দারোগা ও কনষ্টেবল প্রস্থান করিল

মহীতোষ। (নামিয়া আসিয়া নরেশের হাত দুইটা আবেগে চাপিয়া ধরিয়া) নরেশ, নরেশ! তুমি বেঁচে! তুমি ফিরে এসেছ! এলে যদি তবে আর কয়েকদিন আগে এলে না কেন? আর যদিই বা এতদিন পরে এলে তবে এসে আমার এ সর্ব্বনাশ কেন তুমি ক'র্‌লে? মরণের পথেও কি তুমি শত্রুতা ক'র্‌বে? ম'রে যদি শান্তি পেতাম তাতেও তুমি বাদ সাধলে? মরণ ছাড়া আমার জ্বালা জুড়োবার যে দ্বিতীয় উপায় নেই!

নরেশ। আমি সব জানি কাকাবাবু। কণিকাকে যে রাত্রে ডাকাতরা লুঠ করে, ডাকাতদের সাম্‌নে দৈবক্রমে পোড়ে বাধা দিতে গিয়ে আমিই আহত হই এবং পরে ডাকাত সন্দেহে হাজত বাস করি। বুদ্ধিমান পুলিশ গুলোর মাথায় কিছুতেই এ কথাটা ঢোকাতে পারলুম না যে আমিই নরেশ, ডাকাত নই। যদি এইভাবে হাজতে আট্‌কে না পড়তাম্‌ তা হোলে হয়তো আপনাকে এতো বিড়ম্বনা ভোগ কোর্‌তে হোত না। আমাদের দেশের পুলিশগুলো কাজের চেয়ে অকাজই করে বেশী।

কণিকার হাত ধরিয়া অমলের প্রবেশ

অমল। কিন্তু অন্ততঃ একটা কাজও তারা ক'রেছে। এই নিন্‌ মহীতোষবাবু আপনার হারান রত্ন পুলিশ আবার আপনার কাছে ফিরিয়ে এনেছে।

কণিকা। বাবা—বাবা—

মহীতোষের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল

মহীতোষ। এঁ্যা! কে কণি? মা আমার—আঃ বুক জুড়োল, বুক জুড়োল! কত আনন্দ! মা! লোক সমাজে আমার মুখ দেখাবার উপায় আছে তো মা?

অমল। কোন ভয় নেই মহীতোষবাবু, মা আমার অনাঘ্রাতা পুষ্পের মতই নির্ম্মল।

মহীতোষ। এ কি সত্যই আমি জেগে আছি না স্বপ্ন? আমার কণি, আমার বুকে? নরেশ, তুমি আমাকে মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরিয়ে আন্‌লে? বাবা আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর।

নরেশ। ক্ষমা আমি কি কোরব? আপনি আমায় ক্ষমা করুন, আমার জন্যই আপনার এই দুর্ভোগ।

মহীতোষ। বাবা, তোমায় কি বোলে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌বো বাবা, আমি যে ভাষা খুঁজে পাইনা। কি দিয়ে তোমার এ ঋণ শোধ কোর্‌বো?

নরেশ। শুধু একটা জিনিস প্রতিদানে আমি চাইবো, দিতে হবে, না বোল্‌তে পারবেন না কিন্তু।

মহীতোষ। বল বাবা কি তুমি চাও? তুমি আমার প্রাণ দিয়েছ, তোমাকে আমার অদেয় কি আছে বাবা।

নরেশ। আমি চাই আপনার ক্ষমা, স্নেহ, প্রীতি। আমার দাদার প্রতি আমার প্রতি আপনার যে আন্তরিক আক্রোশ ছিল, আজকের দিনে তা মুছে ফেলে, আপনার প্রীতিধারায় আমাদের দুই ভাইকে আপনি স্নান করিয়ে দিন, এই শুধু ভিক্ষা। দাদা

আপনার বিরুদ্ধে মোকদ্দমায় যা কোরেছেন তাও শুধু ভায়ের প্রতি স্নেহের বশেই এইটুকু মনে রাখবেন।

মহীতোষ। পরেশ নরেশ বুকে এসো বাবা, (বুকে জড়াইয়া ধরিয়া) আঃ ! নরেশ তুমি এতো মহৎ ? শুধু এইটুকুই চাও, আর এই যে আমার মা আনন্দে চোখের জল রাখ্‌তে পারছে না, যে মনে মনে তোমাকেই স্বামীত্বে বরণ কোরেছে তাকে তুমি চাও না ?

নরেশ। চেয়ে তো ছিলুম, কিন্তু বার বার চাঁদ ধরবার আশা করা বামনের পক্ষে মূর্খতা।

মহীতোষ। মাপ কর বাবা, সে কথা তুলে আমায় লজ্জা দিওনা। এই নাও তোমার জিনিস, ভগবান তোমাকেই দিলেন। এ আমার দান নয়, আমার যদি হোত তবে আগেই দিতুম্। এ মঙ্গলময়ের দয়ার দান। আপনি কি বলেন মিঃ রায় ?

অমল। আপনার মতেই আমার মত। আমিও না জেনে আপনাদের দুজনার ওপর অনেক রূঢ় ব্যবহার কোরেছি, সেটা শুধু কর্ত্তব্যের খাতিরে, এইটুকু মনে ক'রে আপনারা দুজনেই আমাকে মাপ করুন। এসো মা—

কণিকার হাত নরেশের হাতে দিলেন।

নরেশ। (হাসিয়া জনান্তিকে) আমার যজ্ঞের ফল এতদিনে লাভ হোল।

কণিকা। (সাশ্চর্য্যে) ওঃ ! তুমি সেই সন্ন্যাসী !

অমল। চলুন মহীতোষবাবু, এতদিন পুলিশ সাহেবের

আতিথ্যের নমুনা হাজতঘরেই পেয়েছেন, আজ একবার তার গৃহিণীর সমনে তার বাড়ী যেতে হবে। চলুন পরেশবাবু। (মহিম, সুরেশকে) আসুন আপনারাও আসুন।

মহীতোষ ও অমলের প্রস্থান

মহিম। চল হে নরেশ, মিষ্টিমুখে তুমিই বা বাদ যাবে কেন?

সুরেশ। (মহিমকে ঠেলা দিয়া) মিষ্টান্নম্ ইতরে জনা, ও ত তোমার মত ইতর নয় যে মিষ্টির জন্যে এক্ষুনি ছুটবে। (জনান্তিকে) তুমি একটা গাধা, অমন জিনিস ফেলে রেখে ও তোমার সঙ্গে মিষ্টি খেতে ছুটবে!

মহিম। না আমি .... তা......

সুরেশ। ক'রো না মেলা ফটর ফট্, চলো দিকি চট্‌পট্, বুঝছ না লট্‌ঘট্ লট্‌ঘট্

উভয়ের প্রস্থান

নরেশ। (হাসিয়া) সন্ন্যাসীর যজ্ঞের জিনিসের দামগুলো কিন্তু বাকী আছে।

কণিকা। (নিজেকে দেখাইয়া) এমন দামী জিনিসটা পেয়েও মন উঠছে না? ভারী লোভী সন্ন্যাসী ত!

নরেশ। সব চেয়ে দামী জিনিসটা যে পেতে বাকী আছে।

নরেশের চুম্বনের ইঙ্গিত

কণিকা। (নরেশের মুখে হাত দিয়া) আপাততঃ বাকী রইল, পরে।

যবনিকা

গান—ঝড়ের রাতি যদি বা ঢাকে—

তাল—দাদরা

পা মা গা সা | গা মা পা | পা র্সা নি |
ঝ ড়ে র রা | ০ ০ তি | য দি বা |

ধা পা ধা পা মা | ধা পা মা | গা মা পা |
ঢা ০ ০ ০ কে | ম ম সু | খ স্মৃ তি |

গা পা ধা র্সা | ণধা ধাপা গা | পা ধা পাধা |
সে দিন ও কি | গো তব প | ড়ি বে ম |

মা পা মা | গা গা মা পা | ধা পা মা |
নে আ জি | কার রা ০ তি | ম ম সু |

গা মা পা | পা নি নি | নি গা পা |
খ স্মৃ তি | তো মার প্রা | ণে সে দিন |

নি সর্ঁা সর্ঁা | ধা সর্ঁা রেঁ জ্ঞঁ | মর্ঁা জ্ঞঁ
ও কি গো | ভু ল্ বে ৹ | না কো

রেঁ সর্ঁা | হ্ম পা ধা ণ | হ্ম পা ধা ণ |
ঢে উ | ব ল মো রে | ব ল প্রি য়া |

রে হ্ম পা | ধা ণ সর্ঁা | ণ ধা পা |
শু ন্ বে | ৹ না কো | কে উ ৹ |

পা পা মা | গা সা গা মা | পা ণ ধা ণধা পা |
আ গেই সে | টা জা নি য়ে | রা ৹ ৹ ৹ খো |

সর্ঁা নি ধা পা | গা জ্ঞ গা পা | সা গা পা |
ম ম ৹ ৹ | ৹ ৹ ৹ ৹ | শে ৹ ৹ |

নি রেঁ গঁা রেঁসর্ঁা |
য মি ন তি |

গান—ছোঃ ছোঃ ছোঃ বাঙালী বাবু

তাল—কাহার্‌বা

সা গা রে সা | ণ ধা সা, | সা গা গা | মা

বা ঙা ০ ০ | লি বা বু | পে য়া র | না

পা মা গা | মা জ্ঞ রে জ্ঞ | রে সা রে

হি জা ন্ | তা ০ ০ ০ | ০ ০ ০

সা | নি্ সা মা মা মা সা | গা রে সা

০ | ০ ০ ছোঃ ছোঃ ছোঃ বা | ঙা ০ ০

ণ ধা সা | সা গা গা | মা পা মা

লি বা বু | পে য়া র | না হি জা

গা | মা গা রে | গা রে সা রে | সা

ন্ | তা ০ ০ | ০ ০ ০ ০ | ০

ভুল

নি_ সা | দ দ দ দ | দ দ দ | দ
০ ০ | মে য়ে গু লা | ব বা গি | চা

দ দ | পা_দ ণ_দ পা | মা মা
মে এত্ | নি ০ ০ গু লাব | ভোঁ ওরা

দ পা মা | গা মা_পা | মা পা
না হি মি | ল ০ তা | তা জা

নি নি নি | র্সা র্সা র্সা র্সা | মা পা
গু লাব্ কি | গুলা বি মৌ জে | দিল হা

নি র্সা র্গা | র্রে র্সা | র্সা র্সা র্সা র্সা
মা রা পা | গ লা | গুলা ব বি স্তা

র্সা র্রে র্সা | ণ ধা পা ণ | দ
রা মে এক্ | লা শো কে রাত্ | হামা

স্বরলিপি

পা	মা	পা	দ	দ	দ	দ	পা	দ
রা	গে	লা	রা	তি	ভ	রি	গুলাব্	কি

পা	দ	ণ	দ	পা	মা	মা	পা	দ
কাঁ	॰	॰	॰	॰	টা	ফুট্	তা	॰

পা	মা	গা	ঋ	সা	মা	র্সা	র্সা	র্সা
মে	রা	॰	গুলা	বি	গায়	গু	লা	ব

র্সা	র্সা	র্সা	র্রে	র্সা	ণ	ধা	পা
কি	কি	স্মৎ	দে	নে	ও	য়া	লা

মা	ণ	দ	পা	মা	পা	গা	মা	পা
বাঙ্	লা	মে	কৈ	নে	হি	॰	হা	য়

৮

গান—নয়না মারা কেঁও

তাল—দাদ্‌রা ও পরে ঠুন্‌ কার্ফা

নি্‌	সা	রে	জ্ঞ	সা	গা	মা	রে	গা	সা
নয়	না	মা	রা	কেঁও	আ	রে	সেঁই	য়া	০

সা	ধ্‌া	সা	নি্‌	সা	রে	জ্ঞা	জ্ঞা	সা	গা	মা	পা
তুম	হাম্‌	কো	ন	য়	না	মা	রা	কেঁও	মে	রে	দিল্‌

পা	পা	ধা	পা	ধা	পা	মা	পা	গা	মা	পা
তুম্‌	হা	ম্‌	কো	০	ঘু	মা	য়া	দে	০	ও

মা	পা	নি	নি	নি	র্সা	র্সা	ণ	ণ	ধা	র্সা	ণ	ধা
তুম্‌	বহুৎ	থা	রা	ব	ডা	কু	মেরা	সব্‌	লুঠ	লি	য়া	০

পা	পা	পা	মা	পা	ণ	ধা	ণ	পা
০	মেরা	তা	জা	ক	লি	জা	কো	এক্‌

পা মা মা গা | মা পা দ পা | মা পা নি নি
দম্ তু ম্ ক্ত | থম্ কি য়া কেঁও | প্রে ম্ কা শিক্

নি | নি র্সা ন | র্সা র্সা রের্সাণ ধা |
লি | বা নায়া না | য়া উ সিমে তুম্‌কো |

পা গা মা | পা দ পা | * | জ্ঞা রে সা রে
হাম্ আ টক্ | রা খে গা | | হা ম্ ক রে

সা | ণ ধা পা | ধা পা নি | নি নি | র্সা
গা | তু ০ তু | ০ তু তুম্ | করে গা | ভেউ

র্সা র্সা |
ভেউ ভেউ |

---

* 'হাম করেগা' হইতে 'দুনী কার্ফা' ঠেকা বাজিবে।

গান—ঝুট্ ঝুট্ ঝুট্ ঝুট্ তুম্ ঝুট্ বল্‌তা কেঁও

তাল—কাহার্‌বা

রে	পা	পা	পা	ধা	পা	মা	পা	মা	গা	রে	সা
ঝু	ট্	ঝু	ট্	০	ঝু	ট্	ঝু	ট্	০	তুম্	ঝুট্

ন্ি	সা	সা	গা	মা	পা	হ্মা	পা	পা	পা
বোল্‌তা	কেঁ	ও	ন	য়	না	চা	কু	মে	শা

ধা	ণ	ধা	পা	মা	গা	মা	পা
০	ন	তুম্	হি	তো	দে	০	ও

মা	পা	নি	নি	র্সা	নি	র্সা	র্সা	র্সা	র্রে
তে	রা	আঁ	খ্	কো	তাজা	রোস	নাই	সব	কো

র্সা	ণ	ধা	পামা	পা	ধা	ণ	ধা	পা
০	দিল্	মে	০	জ্বাল্	তা	আশ্	না	ই

পা ধা ণ ধা | ণ র্সা ধা | ণ র্সা
তে ॰ রা জো | য়া নী যা | ॰ তু

ধা ণ | র্সা র্জ্ঞ র্রে র্সা | র্সা ণ | ধা পা
আ রে | হা য় হা য় | আদ্‌মি কো | এক্‌ দম্‌

মা গা রে | জ্ঞ রে সা |
কু ত্তা বা | ॰ না য় |

গান—সরাব পিও সরাব পিও।

তাল—কাহার্‌বা

সা́	নি	সা́	নি	রে́	সা́	ণ	ধা	পামা
স	রা	ব	০	পি	০	০	০	ও

পা	মা	দ	পা	পা	পা	রে	মা	জ্ঞ	রে
স	রা	ব	পি	ও	স	রা	ব	পি	ও

সা	ধ্‌া	ণ্‌	সা	সা	মা	মা	মা	গা	মা	পা
০	বা	বু	জী	ই	রাণ	কি	তাজা	তাজা	০	স

দ	পা	দ	দ	দ	দ	দ	পা	ণ	দ	পা
রা	ব	ইরা	নী	আ	ঙ্গু	রকো	রস	সে	মি	লা

স্বরলিপি

মা	গা	মা	গা	ঋ	ঋ	সা	পা	পা
য়া	ইরাণ	কি	তাজা	গু	লাব	০	লেও	লেও

গা	মা	পা	গা	মা	পা	পা	নি	নি
চা	কু	লেও	খেল্	না	লেও	ই	রা	ণ

র্সা	র্সা	রে´	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	রে´
কি	আ	পে	ল	ই	রা	ণ	কি	যাদু

র্সা	ণ	ধা	পামা	পা	ণ	দ	পা	মা	পা
দে	খো	বা	বুজী	ইরা	ণ	কি	ভেল্	কি	খেল্

সা	গা	রে	গা	মা	পা	গা	মা	গা	রে
রূ	পেয়া	০	বা	বু	জী	রূ	পে	য়া	০

সা	রে নি্ সা	র্সা র্সা র্সা র্সা	র্রে
ইস্	কা কি স্মৎ	ব হু ৎ স	স্তা

র্সা	ণ ধা পামা	পা নি ধা	পা
বা	বু জী ॰	চ লা যা	ও

মা পা
ম ৎ

"আজু কেনে ধনি"—কীর্ত্তন সুর

"গাঁয়ের ধারে মেলা বোসেছে"—ঝুমুর সুর

"রাজপুত্র চোল্লো আমার"—বাউল সুর

কাশীপুর

দ্বিজেন্দ্র-স্মৃতি-সমিতির সভ্যগণ কর্ত্তৃক

প্রথম অভিনয়-রজনীর অভিনেতৃবর্গ ও সংগঠনকারীগণ

মহীতোষ	...	শ্রীসত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
অমল	...	শ্রীনলিনীশচন্দ্র মিত্র এম-এ, বি-এল
দীপেন	...	শ্রীরবীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী
সুরেশ	...	ঐ
নরেশ	...	শ্রীদীপেন্‌ রায়চৌধুরী
লোক	...	ঐ
পরেশ	...	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়
মহিম	...	শ্রীহরিচরণ দাস
পথিক	...	শ্রীনন্দলাল মান্না
১ম জুরী	...	ঐ
২য় জুরী	...	শ্রীবৃন্দাবন দাস
রমাকান্ত	...	শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য্য
সরকারী উকিল	...	ঐ
দারোগা	...	শ্রীসজলকুমার দাস
১ম ইঃ পুরুষ	...	ঐ
২য় ইঃ পুরুষ	...	শ্রীওঙ্কারনাথ রায়চৌধুরী
ইঃ সর্দ্দার	...	শ্রীকালী গুহ

ডিটেক্‌টিভ্‌	...	শ্রীসুখেন্দু চক্রবর্ত্তী
২য় পাহারাওয়ালা	...	ঐ
১ম ”	...	শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়
জজ	...	শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সি, সি, এ (ডিভন) এম, আর, এজি, এস (লণ্ডন) এফ, আর, এইচ, এস, (লণ্ডন)
পঞ্চু	...	শ্রীগোপাঙ্গমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
কণিকা	...	শ্রীনিধু দাস
ইঃ রমণীগণ	...	শ্রীবৈদ্যনাথ দাস, শ্রীসুশীলকুমার পাঠক
নাট্য-শিক্ষক	...	রায় নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর এম, বি, ই
সুরশিল্পী ও নৃত্য-পরিকল্পনা		শ্রীওঙ্কারনাথ রায়চৌধুরী ও শ্রীবৈদ্যনাথ দাস
নেপথ্য-যন্ত্র-সঙ্গীত	...	শ্রীযুগলকিশোর গোস্বামী ও তাঁহার সম্প্রদায়
দৃশ্য পরিকল্পনা	...	শ্রীদীপেন্‌ রায়চৌধুরী
স্মারক	...	শ্রীনন্দলাল মান্না

প্রথম অভিনয় রজনী ৪ঠা ফাল্গুন ১৩৪০